হেলেনা কাব্য।

দ্বিতীয় খণ্ড।

(সটীক)

আনন্দ চন্দ্র মিত্র প্রণীত।

প্রথম সংস্করণ।

কলিকাতা

নং ১৭, ভবানীচরণ দত্তের লেন,

রায় যন্ত্রে,

শ্রীআশুতোষ ঘোষালের দ্বারা মুদ্রিত

ও প্রকাশিত।

১৭৯৯ শকঃ।

উৎসর্গ।

চির-প্রীতিভাজন বঙ্গবাসিদিগের হস্তে
এই গ্রন্থ পরম সমাদরে
অর্পণ করিলাম।

গ্রন্থকার।

হেলেনা কাব্য।

দ্বিতীয় খণ্ড।

BENGAL LIBRARY
JUL. 19

প্রথম সর্গ

শুনিব নূতন কথা কহলো কল্পনে,
মধুমুখে ভারতে সে মধুর ভারতী ;
অবলার রাজ্যরূপে কেমনে বঞ্চিলা
হেলেনা,*(ললনাময় হস্তিনা যেমতি
দ্বাপরে!) যুগব্যাপী দুরন্ত আহবে ?
হারাইয়া করিযূথ কাঁদেরে যেমতি,
সুন্দর কন্দরধাম করিণীসংহতি ;
কিম্বা যথা মধুচক্র, ধায় যবে দূরে
মক্ষিকুল, নাহি ফিরে সম্বৎসর শেষে ;

---

* ললনাময় হস্তিনা যেমতি—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকালে হস্তিনা-নগর প্রায় পুরুষশূন্য হইয়াছিল।

কাঁদিছে হেলেনা হায় দশবর্ষ যুড়ি
পুত্র শোকে! যত কন্যা কাঁদেরে নীরবে!
মলিন মলিন হায়! রবি শশী তারা
আকাশে, না হাসে আর বসুন্ধরা সতী,
কুসুমকুন্তলা বালা; ধীরে ধীরে ধীরে,
গায় বিষাদের গীত, সমীরণ ফিরি
প্রান্তরে কাননে গৃহে! গৃহস্থ অবশ
আবেশে; স্ববশে আর নাহি সেথা কিছু!
কুক্ষণে মজিল গ্রীশ ত্রিদশসংগ্রামে
কালযুদ্ধে! কতকাল গেল উতরিয়া,
দিন মাস বর্ষ ক্রমে; মুঞ্জরিল তরু,
ঝরিল পতত্র পুনঃ, পুনঃ উপজিল;
আছিল বালক যারা, পশিল যৌবনে,
স্বপ্নমুগ্ধ! পাসরিয়া শৈশবসোহাগে;
যৌবনবসন্ত গতে, বার্দ্ধক্য বরষা
আসিল, নাশিল কান্তি; অবিরল গতি,
ঝরিতে লাগিল অশ্রু শ্রাবণের ধারা!
অলঙ্ঘ্য বিধির বিধি, কত যে খসিল
নক্ষত্র, আঁধারে ঢাকি নির্ম্মল আকাশে!

ত্রিদশ সংগ্রামে—ট্রয়ের যুদ্ধে

চলিলা বীরেন্দ্র মত্ত, বীরতীর্থবাসে
পরিহরি পরিজন, স্বদেশ স্ববাস,
(কল্পতরু লতিকার নিকুঞ্জ সুঠাম !)
নিঠুর নিয়তি হায় নাশিল সকলি
ফল পুষ্পতরুলতা, শ্মশান সোসর
এবে সে নয়নানন্দ সুখের নিলয় !
হা কি দুঃখ, বীরবর কেমনে হেরিবে
এ দৃশ্য, ভবিষ্য তারে নহে যদি বাম,
ফিরিলে স্বদেশে পুনঃ ? কিম্বা কে কহিবে,
ছাড়িয়া কন্দর নহে মৃগেন্দ্র নিহত
সুদূর প্রান্তরপথে, কুলিশসম্পাতে ?
চঞ্চল জগৎ, অহো সকলি সম্ভবে !
ছাড়ি এ বিষাদধাম, চল ত্বরা যাই
দেবালয়ে ; ঐ শোন কম্বুর নিনাদ
মুহুর্মুহুঃ, হোমগন্ধে অম্বর পূরিত !
ঐ দেখ শত শত বর্ষীয়সী বালা,

বীরতীর্থবাসে—বৈদেশিক সংগ্রামে।
মৃগেন্দ্র—এখানে বৈদেশিক সংগ্রামে গত বীর।
কুলিশসম্পাত—বজ্রাঘাত।

নিমগ্ন গভীর ব্রতে, ধূলায় ধূসরা,
নিরাহারা, নীরধারা বহিছে নয়নে!
পুত্রের মঙ্গলহেতু কেহ বা মুণ্ডিছে
মস্তক, চিকুরে দিছে যজ্ঞের আহুতি;
ধন্যরে মায়ের মায়া, ভবমরুভূমে
কল্পতরুতলছায়া দেবের বাঞ্ছিত।
আইলা সাজিয়া সন্ধ্যা, মন্দ মন্দগতি
মায়াবিনী, মায়াময় নশ্বর জগতে;
পরিশ্রান্ত ভ্রান্ত জীব দিবসের শ্রমে,
ধাইল পশ্চাতে তার শান্তির আশ্বাসে;
কিন্তু হায় কোথা শান্তি? একি দেখাইলি
হারে সন্ধ্যা, এ কুহক কোথায় শিখিলি?
কি ভীষণ চিত্রপট সম্মুখে ধরিলি,
ভূতভবিষ্যৎ আঁকা; রেখায় রেখায়
চিন্তার অনলশিখা এ কিরে জ্বালিলি!
চলিলা যুবতী বালা দীপ হস্তে করি,
সহচরীদল সঙ্গে তটিণীর তীরে;
ধীরে২ ভাসাইয়া আশার আলোক

কম্বুর নিনাদ—শঙ্খধ্বনি। চিকুরে—কেশে,
ভাসাইয়া আশার আলোক—পূর্ব্বে একপ প্রথা ছিল,

স্রোতজলে, নিমজ্জিলা নয়নআসারে!
নিবিল আশার দীপ, পড়িলা ভূতলে
বামাদল, তারাদল খসিল সহসা!
হায়রে কমলবন অকালে নাশিল
বিচ্ছেদ শিশিরপাতে ; এরম্য সরসে,
আসিবেনা পুনঃ কিসে ঋতুরাজসখা
ভৃঙ্গকুল ? সাঙ্গ কিরে বসন্ত এদেশে।
যাইচল রাজদ্বারে, পশিরাজপুরে ;
কহ্লার কুমুদকুলে কমলিনী যথা,
শোভেন কমলাবতী সরসআশনে।
ঐ দেখ সিংহদ্বারে জ্যোতির্ম্ময়ী চ্ছবি,
দিগঙ্গনারূপে রামা দিক্‌শূল হাতে ;
লৌহবর্ম্ম পরিধান, পৃষ্ঠে বিলম্বিত
খর অসি, স্থির দৃষ্টি অন্তরীক্ষভেদী।
গভীর বিষাদরেখা অঙ্কিত অধরে,

বন্ধু বান্ধব বিদেশে গেলে, আত্মীয়রা নদীর স্রোতে প্রদীপ ভাসাইয়া দিত। যদি ঐ প্রদীপ জলন্ত অবস্থাতে দৃষ্টিপথ অতিক্রম করিত, তাহা হইলেই প্রবাসীর কুশল সূচক হইত।

কমলাবতী—স্পার্টারাজ অগ্রদেবের (Agamemnon) পত্নী (Clytemnestra)

সরস আসনে—সুখদ আসনে।

ঈষৎ মৃগাঙ্কেঢাকা অৰ্দ্ধচন্দ্ৰ যেন।
হায়, রমণীর চিত্ত, তৃণক্ষেত্র সম,
দগ্ধপ্রায় ক্ষণমাত্রে ভাবনাবাতাসে,
শোক দুঃখ দাবদাহে! পশিতে কি তাহে
পারে কেহ? দিব্য শ্রুতি যদি বা সম্ভবে,
শোন রামা কহে ঐ আপনাপাসরি!—
"কতকাল প্রাণেশ্বর থাকিবে হে তুমি
দূরদেশে? কতকাল হায়রে বঞ্চিব
আশায় বাঁধিয়া প্রাণ, কহ কি আশ্বাসে?
প্রভাতে বিহঙ্গ ধায় দিগদিগন্তরে,
প্রদোষে ফিরে সে গৃহে, অতিক্রমি কত
গিরি সিন্ধু, অন্ধপ্রায় সন্তাপিত আঁখি,
নিরখি সেপথ বন্ধু, রেখেছিলে যাহে
পদচিহ্ন, স্মৃতিচিহ্ন চিত্ত চিত্রপটে
অনশ্বর! প্রাণেশ্বর বন্ধুর কি এবে
সেপথ অভাগীভাগ্যে, হায় রে কে কবে!
তবে কি দ্বিষদদলে দলিয়া অকালে,
চলি গেলে স্বর্গে নাথ, অরিন্দম তুমি?

দ্বিষদদলে—শত্রু বর্গকে।

কোন্ প্রাণে অভাগীরে দিলে বিসর্জ্জন
বিস্মৃতি-সাগরনীরে ? কে পূজিবে কহ
ও পদ ? পরম পদ লভিয়াছ তুমি,
কেমন সে নাহি বুঝি ত্যজি অভাগীরে।
কেমন সে স্বর্গ নাথ, নাহি নিত্য যথা
প্রমোৎসব ? কেমন সে প্রেম নাহি যথা,
জগতের প্রিয়তম ? নাহি প্রিয় যথা,
নলিনী ভৃঙ্গের রঙ্গ, সুখসঙ্গ সেকি
সরস ? সরস কিছু নাহি জানি মোরা
পতি প্রেমাধিক, পতি সুখ মোক্ষ ভবে।
"উহু কি ভীষণ চিন্তা। সত্যই কি নাথ
সহসা সাঙ্গিলে লীলা জীবলীলাস্থলে ?
কোন্ সে নিষ্ঠুর হস্ত, তীক্ষ্ণ প্রহরণ
কেমনে ধরিল ঐ শ্রীঅঙ্গ উপরে!
সুন্দর মন্দির চূড়া অভিরাম চির,
অচিরে ভাঙ্গিল কিরে অশনিসম্পাতে ?
তা নয় তা নয় প্রিয়, শুকায় যদ্যপি
অপার সাগরবক্ষ, কক্ষচ্যুত যদি

রম পদ—মোক্ষপদ মুক্তি। সুখসঙ্গ—সুখসহ বর্ত্তমান সুখকর
অভিরাম চির—চির সুন্দর।

দিননাথ, প্রাণনাথ কভু না সম্ভবে,
বিধাতার এ নিগ্রহ দুঃখিনীর ভালে !

"আর যে বিলম্ব নাথ সহিতে না পারি ;
বলে ছিলে, যাও যবে দূরপরবাসে,
'করি যুদ্ধ, নাশি রিপু যশঃরাশি সহ
আসিব স্বদেশে যবে, প্রেয়সি তোমার
প্রেমআলিঙ্গন লাভে ভুলিব সকলি
রণক্লেশ, চিরসুধা ভুঞ্জিব হরষে।"
কটী যুদ্ধ জিনিয়াছ ? লভিয়াছ কত
সুখ্যাতি ? কে কবে হায় কেন হে দীর্ঘায়ুঃ,
হেন দীর্ঘ পরবাসে রহিলে অদ্যাপি ?
কোন্ নবরাজ্যে কিবা রাজ্যেশ্বরপদ
লভিয়াছ, সুরঙ্গিনী মিলেছে কি কেহ
মহিষী ? কি দোষে কহ দোষী তবপদে
এ দাসী ? তুষিতে কি হে অক্ষম অভাগী
মানস ! মানস সরঃ পাসরি মাতঙ্গ
রহে কি হে দূর বনে ? পারে কি বাঁধিতে,
বিষধরী তার পদ ক্রুর আলিঙ্গনে !
এ নব যৌবন রাজ্য, (অধিরাজ তার
একমাত্র তুমি, আমি ও পদে কিঙ্করী !)

কে করে শাসন কহ? এত অনাদরে
রহে কি সৌষ্ঠব তাহে, কেমনে রহিবে?
তথাপি হে গুণনিধি, গুণগ্রাহী তুমি,
দেখ আসি, রাখিয়াছি একটি কুসুম,
যতনে গোপনে ঢাকি হৃদয়কাননে;
পাই যবে, বসাইয়া মানসআসনে,
অর্পিব সে ফুল ফুল্ল চরণযুগলে।
না হও সন্তুষ্ট যদি, যাইও চলিয়া
যথা ইচ্ছা, যথা পথে চলিব আপনি!
"সুরসিক জানি তুমি, চাহ যদি প্রিয়,
কণ্টক কুসুম দুটী এক তরুবরে,
ধরিয়াছি বীরবেশ, বীরশ্রেষ্ঠ তুমি,
না হয় সেবিব পদ এ বেশ ধরিয়া
চিরকাল, রব চির কৃপাণসঙ্গিনী;
পালিব এ বীরব্রত বীর চূড়ামণি।
পর্ব্বতপ্রস্তর ভেদি ওঠে যবে বেগে
নির্ঝরিণী, পারে কিসে বঞ্চিতে নীরবে
গুহাতলে? কভু ইচ্ছি ধাই তব তরে

থা পথে—উপযুক্ত পথে। কণ্টক কুসুম—বীর্য্য ও মাধুর্য্য।
চিরকৃপাণসঙ্গিনী—চিরদিন সশস্ত্র।

দেশান্তরে; কিন্তু প্রিয় ধরেছি যে বেশ,
স্বদেশের রক্ষাহেতু, রক্ষারূপে তারে
রাখিব, থাকিব চির বিরহিণী বেশে।
কি ছার জীবন প্রাণ যৌবনলালসা!
কি ছার সংসারমায়া মায়াময় ভবে,
ক্ষণিক সুখের সেতু. স্বদেশসেবনে,
লভিব সে অমরত্ব অমরবাঞ্ছিত;
ঘুষিবে জগত যশঃ যুগ যুগান্তরে।

"গৃহে আসি প্রাণেশ্বর হাসিবে দেখিয়া,
কি সাহসে কি সামর্থ্যে অবলা আমরা,
শাসি এ ললনারাজ্য, নারী রাজ্যরূপে।
না হয় আইস প্রিয় তোমরা ফিরিয়া
স্বদেশে, ত্রিদশ যুদ্ধে যুঝিব আমরা।
অরিন্দম, মনোদুঃখে নিন্দি বিধাতারে,
কেন বিধি বামারূপে বন্দিলা মোসবে?
(দুঃসহ নিন্দার কথা!) বিন্ধ্যাচলাশ্রমে,
বিন্ধ্যবাসিনী নাশিলা ভুজবলে যথা
দৈত্যদলে, সেইরূপে নাশিব সমরে,
পদাঘাতে সে পাপিষ্ঠ পরনারী চোরে!
বড় সাধ এই হস্তে কাটি তার মাথা।"

এত কহি বীরাঙ্গনা তুলিলা সজোরে
চন্দ্রহাস, চন্দ্রলেখা পড়ি তদুপরে,
হাসিতে লাগিল বালানেত্রজ্যোতিঃ সহ,
যুগল বিজলি যথা নিথর অম্বরে।
শত শত শত সৌধে শোভিত সুন্দর,
হেলেনার রাজপুরী রত্নখনিসম;
কেমনে বর্ণিব কহ সেরূপ সুষমা,
নাহি উপমার স্থল; শুনেছি পুরাণে,
সুন্দর বরুণালয় অম্বুধিউদরে,
অনন্তকুন্তলভূষা, অনন্তরতনে
সুশোভিত; বারবাগ্নি প্রভামাত্রে যার।
কিম্বা সেই কাম্যবন কালিন্দী কাননে,
নহে তুল্য কোন ক্রমে। সারি সারি সারি
শোভিত কনককুম্ভ প্রতিগৃহচূড়ে,
গলে বনফুলমালা; প্রতিগৃহদ্বারে,
সুন্দর মন্দার তরু গলে স্বর্ণলতা।
কনকপিঞ্জর মাঝে গাইছে পাপিয়া,
গুঞ্জরে ভ্রমর পুষ্পে, প্রাঙ্গন মাঝারে

হেলেনার রাজপুরী—পুরাতন স্পার্টানগরীর রাজপ্রাসাদ।

ময়ূর ময়ূরী নাচে রত্নহার গলে !
প্রতি গৃহদ্বারে শোভে অবলা প্রহরী,
অমল উজ্জ্বল কান্তি চিত্র পটসম !
যেন শত শত রাধা অভিন্ন মূরতি,
রাখিলা ব্রজেন্দ্রসুত মুক্তালতা বনে
মায়াময়, যেন শত মায়ার মূরতি !
উদিত আকাশে বিধু অট্টহাসি মুখে,
বরষে মধুর জ্যোৎস্না ; হাসিতেছে পুরী
স্থল খলে, পুষ্পময় সরসীসোসরা !
শায়িত কমলাবতী কোমল শয়নে,
সুশীত স্ফাটিক গৃহে, বাতায়নে বহে
অবলা বন্দীর কণ্ঠে সঙ্গীত মধুর,
বীণার বাদন সঙ্গে, নিকুঞ্জনিবাসে
পশে যথা কাননের অস্ফুট কাকলি !
সম্মুখে বসিয়া দূতী বিগত যৌবনা,
যেন বৃন্দা বিনোদিনী মন্দহাসি মুখে,

রাখিলা ব্রজেন্দ্রসুত ইত্যাদি—রাধার অভিমান চূর্ণ করিবার জন্য কৃষ্ণ মায়াময় মুক্তালতা বনে বহুদ্বার বিশিষ্ট কুঞ্জ প্রস্তুত করিয়া প্রতি দ্বারে এক এক রাধা দণ্ডায়মান রাখেন।

কমলাবতী—স্পর্টা রাজ অগ্রদেবের (Agamemnon এর) পত্নী Clytemnestra.

অনঙ্গভাসিনী রমা ; লোকখ্যাত নাম
সর্ব্ববিদ্যা, সর্ব্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিতা ধনী।
কহিলা কমলাবতী কতক্ষণ পরে;—
"কহ দূতি, বড় সাধ বহুদিন শুনি,
অগ্রদেব অক্ষিলিসে বিবাদবারতা ;
সমস্যায় শুকনাশ, বুদ্ধে বৃহস্পতি,
শাস্ত্রে বেদব্যাস তুই, সর্ব্ববিদ্যা নাম
তেঁই তোর ; কহ শুনি সে রহস্য কথা।"
হাসিয়া কহিলা দূতী;-"শোন মহাদেবি,
পুরাণপ্রসঙ্গসম অদ্ভুত কাহিনী;
কর্ণদুর্য্যোধনে যথ কুরুক্ষেত্র রণে
মনোভঙ্গ, রঙ্গময় ততোধিক ইহা।
লঙ্ঘিয়া উজানী, যবে গত ইলিয়মে
হেলেনার সৈন্যদল, পঙ্গপাল সম
ছাইল সকল স্থল, ভবন প্রান্তর

অগ্রদেব অক্ষিলিসে বিবাদ—প্রথম খণ্ডে চতুর্থ সর্গে ইহার আভাস মাত্র বর্ণিত হইয়াছে

কর্ণ দুর্য্যোধনে মনোভঙ্গ—কুরুক্ষেত্র যুদ্ধকালে দুর্য্যোধন দ্রোণাচার্য্যকে সৈনাপত্যে বরণ করিলে কর্ণের সঙ্গে মনোবাদ ঘটে।

জল স্থল ; দল বলে লুণ্ঠিতে লাগিল
ধন রত্ন নরনারী গৃধ্রদল সম ;
পশিলে মূষিকবৃন্দ সুসজ্জিত গেহে,
হবে রম্য হর্ম্ম্যকান্তি ; তেমতি নাশিলা
অবনীর সর্ব্ব শোভা পশি ইলিয়মে ;
কিম্বা যথা কূলপ্লাবী উত্তাল তরঙ্গ
গরাসে পুলিন শোভা মুহূর্ত্তে সকলি!
"একদা হেলেনাধিপ বসিয়া শিবিরে,
অনেক অমাত্য সঙ্গে সেনাপতি শত ;
ভাবী মন্ত্রণায় মুগ্ধ, চিত্তে বিবাজিত
ত্রিদশসংহারচিন্তা; চিন্তিলা যেমতি
ভূতনাথ ভূতসঙ্গে মত্ত অভিমানে,
দক্ষযজ্ঞ নাশহেতু বসিয়া শ্মশানে !
হেন কালে শত শূর আইলা সেথায়
অস্ত্র করে, ক্ষত অঙ্গ শত প্রহরণে ;
ত সবার অগ্রে বামা অনলআকৃতি,
যেন লক্ষ্মী মনোদুঃখে ত্যজি সিন্ধুপুরী,
ধরিলা যোগিনীমূর্ত্তি ! জটাজুট শিরে,
পরিধান ভূর্জ্জপত্র চন্দন ললাটে,

হেলেনাধিপ—স্পার্টা রাজ অগ্রদেব।

করে কণকের যষ্টি, খেদাইছে ধীরে,
কামধেনু অগ্রে, সেই সুশ্যাম বরণা ;
চিকন চামর পুচ্ছ, অর্দ্ধচন্দ্র ভালে,
নয়নে সিন্দুর বিন্দু, শৃঙ্গ ইন্দুরেখা ;
সুকেশিনী কেশগুচ্ছে রচিত সুন্দর
গলরজ্জু, তাহে গাঁথা মুকুতার মালা !
"হেরি সে অপূর্ব্ব মূর্ত্তি, স্তম্ভিত সকলি
সভাজন, মন্ত্রমুগ্ধ দ্বাপরে যেমতি,
পাঞ্চালীর রূপ হেরি মৎস্যরাজপুরী !
নীরব নিস্তব্ধ সবে, কতক্ষণে রামা
কহিলা গভীর রবে ; নির্ব্বাত নিশীথে,
নন্দনকাননে যথা কন মন্দাকিনী
পূর্ব্ব কথা, ধীরে ধীরে মন্দারের কূলে !—
"হে রাজন্, জানি আমি, নহে অবিদিত
ধর্ম্ম কর্ম্ম, হেলেনার চক্রবর্ত্তীকুলে ;
অবধান কর আগে, কহিব সকলি,
দুঃখের কাহিনী আজি তব সন্নিধানে !
বিন্দুবতী নাম মম, লোক খ্যাত পিতা

বিন্দুবতী—*Briseis*

দাক্ষায়ণ, রহি মোরা মাল্যবনাশ্রমে ;
যতনে গড়িলা বন ত্রিদশের পতি,
বিমলার বাম কূলে, শতেক সৈনিক
রক্ষিতার ; যক্ষ রক্ষ না পারে পশিতে।
কংকমন্দিরমাঝে প্রতিষ্ঠিত সেথা
অগ্নি-দেব, পিতৃদেব পোজেন সে দেবে
নিত্য নিত্য ; নিত্য জ্বলে যজ্ঞানল সেথা।
জনমকুমারী আমি, নাহি জানি কভু,
পুরুষপরশ কিবা, বিভাবসু স্বামী,
সেবি তারে ; বঞ্চি নিত্য ফলমূলাহারে।
চরাই কানন মাঝে কামধেনু এই,
যতনে রক্ষিত ইহা দেবসেবা হেতু ;
তুলি নিত্য নিত্য ফুল, গাঁথি শত মালা,
সাজাই মন্দিরদ্বার ; যজ্ঞকাষ্টহেতু,
অগুরু চন্দন চুয়া আহরি কাননে।
"আজিও প্রভাতে উঠি পশিনু কাননে,
সুরভীরে সঙ্গে করি ; শুনিনু অদূরে,
ভয়ঙ্কর কোলাহ বিমলাপুলিনে।

দাক্ষায়ণ—আপলো অংবা সূর্য্যদেবের জনৈক পুরোহিত।
বিমলা—ইলিয়ম বাহিনী নদী   সুরভী—দেবধেনু

হেলেনার সৈন্যদল পশিল সহসা
বনমাঝে, ব্যাঘ্রদল গোগৃহে যেমতি।"
বাজিল বিষম যুদ্ধ রক্ষিদল সহ,
একে একে হত তারা ; জনক আমার
ধ্যানে মুগ্ধ, না জানেন এসব বারতা।
আপনি হইয়া বন্দী, আইলাম তেঁই
তব পাশে, সুবিচার করহ আপনি !
"আর এক দুঃখ কহি শোন নরপতি,
কামধ্বজনামে বটে সেনানী তোমার ;
না জানি দুর্ম্মতি কেসে, না শুনি নিষেধ,
পরশিল পূত দেহ পাপিষ্ঠ আমার
অবজ্ঞায়, দেবদ্বেষে নাহি তার ভয় !
দেহ দণ্ড সমুচিত পাপীদুরাচারে,
দেখিব স্বচক্ষে আজি, তবে সে ঘুচিবে
মর্ম্মব্যথা ; ধর্ম্মমর্ম্ম জানহ আপনি।'
চিত্র পুত্তলির মত নিস্পন্দ নীরব
সভাজন, অগ্রদেব বসি অধোমুখে।
আবার কহিলা বালা নয়ন বিস্ফারি
বরষিয়া অগ্নিবৃষ্টি ; দামিনী যেমতি

কামধ্বজ—কমলাবতীর সহোদর, অগ্রদেবের শ্যালক।

দলকে, পলকে কাঁপে অম্বর মেদিনী!
"লুপ্ত কিরে দেব ধর্ম্ম সকলি জগতে
অদ্যাবধি? ন্যায় নিষ্ঠা নাহি কি সংসারে?
কি লজ্জা! হেলেনাধিপ বিমুখ বিচারে,
দণ্ডিতে দণ্ডার্হ জনে; কেবা সে দুর্ম্মতি,
ভূপতির পুত্র কি সে? (অবশ্য সম্ভবে
জনকের যোগ্য সুত.) হায় রে বিধাতঃ
এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত হবে নাকি ভবে?
রহ সোম সূর্য্য সাক্ষী; দেবের নিগ্রহ,
সতীর লাঞ্ছনা কথা উপেক্ষিত আজি
এসমাজে, হা কি দুঃখ জন্মে না কি কেহ
ধর্ম্মমতি হেলেনার মলিন জঠরে!"
অদূরে আছিলা বসি অজয়াখ্য বলী,
উত্তপ্ত অরুণআঁখি মনদুঃখভরে;
আশু দাড়াইলা শূর কহিতে লাগিলা;—
"ধন্য বীর্য্যবতি বামা। প্রসাদ তোমার
বীরের বাঞ্ছিত ধন, বীর কুলাত্মজ
আমরা, অবলাঅঙ্গ নারি পরশিতে
কুল-ধর্ম্ম-রক্ষা-হেতু, ভুঞ্জহ অভয়
অভয়ে, পূরিবে তব অভিলাষ এবে।

হেলেনার পুণ্যক্ষেত্রে জন্মে শত শত
পুণ্যবান, জন্মাবধি পুণ্যব্রতে রত ;
পুণ্যবতি, বড় দুঃখ পশিয়াছে পদে,
এ কাল কণ্টক তব চন্দন কাননে !
যাহ দেবী শীঘ্রগতি মাল্য বনাশ্রমে,
পোজ বিভাবসুপদ ; শত পদাঘাতে
দণ্ডিব পাষণ্ডে মোরা দণ্ড সমুচিতে।
কে না জানে অগ্রদেব দেবকুলোদ্ভব,
ধর্ম্ম অবতার, সদা সত্য ধর্ম্মে মতি।”
ক্ষণ পরে পঞ্চ শূরে লইয় পশ্চাতে,
চলিলা বিষাদে বামা মাল্যবনাশ্রমে ;
পঞ্চ পাণ্ডবের সহ চলিলা যেমতি
পাঞ্চালী, পশ্চাতে রাখি বিরাটের পুরী !
“দিবা দ্বিপ্রহর গতে রাজসভাতলে
বসিলেন অগ্রদেব, সমগ্র সেনানী
অগ্রভাগে, দুই পাশে পাত্র মিত্র শত।
মলিন অরুণআঁখি, বিশীর্ণ বিষাদে
মুখচ্ছবি, নরপতি মূক মনোদুখে ;
বিষম সঙ্কটে যেন বিরাটভূপতি

বিরাট ভূপতি ইত্যাদি—কীচক দ্রৌপদীর প্রতি অত্যাচার

স্বাপরে! কহিলা পরে অক্কিলিস বলী ;—
"হে রাজন্, রাজধর্ম্ম—দণ্ডিতে দুর্জ্জনে,
রক্ষিতে ধর্ম্মের মান প্রাণ বিনিময়ে ;
যে কলঙ্কে কামধ্বজ সেনাপতি তব,
কলঙ্কিলা মো সবারে, নিগ্রহিলা দেশে,
বিড়ম্বিলা অবলায়, (যেহ সাধ্বিসতী
পূজনীয়া) প্রতীকার কর শীঘ্রগতি
আজি তার ; আজনম দেব ধর্ম্মমতি
জানি তুমি, তেঁই নমি তব রাজপদে
আমরা, অমর নবে তেঁই পূজ্য তুমি।
বড় দুঃখ হেলেনার অকলঙ্ক কুলে
এ কলঙ্ক ; এ দুর্গন্ধ শতদলদলে!
দেহ দণ্ড সমুচিত পাপী দুরাচারে,
কাড়ি লহ অস্ত্র শস্ত্র ; খেদাও সত্বরে,
অজ্ঞাত প্রদেশে শেষে। শোভে কি হে কভু,
কণককুঞ্জরকণ্ঠী রাসভের গলে ?"

করিলে স্বার্থ ও ন্যায়ের সন্ধিস্থলে পড়িয়া বিরাট রাজা যে শঙ্কটে পড়িয়াছিলেন।

কণককুঞ্জরকণ্ঠী—হস্তীর স্বুবর্ণ নির্ম্মিত কণ্ঠাভরণ।

মহাবাতে আন্দোলিত ধীরে ধীরে যথা,
স্রোতশূন্য তোয়রাশি ; কহিতে লাগিলা,
কাতরে হেলেনাধিপ, রহি বহুক্ষণ
নীরবে ; "না জানি বিধি কেন নিক্ষেপিলা
এ শঙ্কটে, এ বিপদ কোন্ কর্ম্মফলে !
হেলেনার বীর-বৃন্দে নহে অবিদিত
এ তত্ত্ব—হেলেনাধিপ নিত্য সত্যব্রত,
নিত্য ধর্ম্মপরায়ণ ; কিন্তু সে অক্ষম
আজি এ দুর্দ্ধর্ষ ব্রতে। রাজ-লক্ষ্মীরূপে,
সেবহ তোমরা যারে স্পার্টা রাজকুলে,
কত স্নেহে ; কামধ্বজ কণিষ্ঠ তাহার,
দোঁহে এক প্রাণময়। শোন সে বারতা;—
চলিনু ত্রিদশযুদ্ধে যখন আমরা,
কহিলা কমলাবতী, অর্পিয়া অনুজে
স্বহস্তে, কাতরে কাঁদি ;—"রক্ষ নরপতি
সহোদরে, দোষ গুণ সমস্ত পাসরি ;
এক বৃন্তে দুটী পুষ্প, একটী তাহার
সঁপিনু তোমারে আজি, দিও ফিরাইয়া
পুনঃ তারে ; তব পদে এই ভিক্ষা মম।"

দুর্দ্ধর্ষ ব্রত—কামধ্বজকে দণ্ডদিয়া রাজধর্ম্ম পালনরূপ ব্রত।

করিনু প্রতিজ্ঞা আমি মহিষীসকাশে,
কামধ্বজে ফিরাইয়া লইব স্বদেশে
রণশেষে। দেবদ্বেষে সদা ভীত আমি,
তথাপি তুষিতে নারি তোমা সবাকারে
আজি হায়! ক্ষম দোষ ক্ষমহ আমারে।
"ধিক্ ধিক্ ধিক্!" রোলে গুঞ্জিল সহসা
মহাকক্ষ, অক্ষিলিস কহিতে লাগিলা
"কুক্ষণে পশিলা গ্রীশ ত্রিদশের রণে
বুঝিলাম, অলক্ষণ তেঁই পদে পদে;
মজিবে হেলেনা হায় নিজ কর্ম্মফলে,
দেবকোপে, মহাপাপ সতীর সন্তাপে।
বড় দুঃখ, অবিচার হেলেনা সমাজে
এবম্বিধ; হায় বিধি, ভরিলা কি তুমি
প্রেত পিশাচের দলে ত্রিদিবআলয়ে।
প্রতিজ্ঞায় পরাঙ্মুখ হেলেনার পতি
কে বলে? বঞ্চিত সেহ অবলাছলনে।
হা কি লজ্জা, মনোদুঃখে নাহিসরে বাণী
এমুখে, এদুঃখ হায় কহিব কাহারে।
যাহ পৃথি রসাতলে; পরম আদরে,

মহাকক্ষ—অতি বিস্তীর্ণ কক্ষ

স্বর্ণশৃঙ্খল হরি পরিলা কি গলে
ভুলি বীরধর্ম্ম! মর্ম্ম বিদরে স্মরিতে!
কেমনে যুঝিব হায় এ পাপ সমরে
আমরা, অমর যাহে রুষ্ট ভ্রষ্টাচারে?
কি কষ্ট! গাইবে পৃথ্বী এ ঘোর অখ্যাতি—
"কাপুরুষ অগ্রদেব হেলেনার পতি,
লজ্জাহীন স্ত্রৈণ; মোরা বীরকুলগ্লানি,
অনুচর তার." কথা না পারি চিন্তিতে!
চল হে বীরেন্দ্রবৃন্দ, যাই মোরা ফিরি;
যুঝুন শ্যালক সহ হেলেনার পতি
ত্রিদশে, স্বদেশে কহি এদুঃখ কাহিনী।"
অযুক্ত ভৎর্সনে ক্ষুণ্ণ হেলেনার পতি,
মুখে নাহি সরে কথা; করীন্দ্র যেমতি
অভিমানী, অসময়ে পতিত কর্দ্দমে!
সেই মনোদুঃখে শূর আপনি সাজিলা
সেনাপতি, ইলাসুতে অবহেলি রণে;
মহাক্রোধে অক্কিলিস দৃঢ় প্রতিজ্ঞিলা,

ভ্রষ্টাচারে—বীরজনানুচিত ব্যবহারে

ইলাসুতে—অক্কিলিসকে

"যত দিন সেনাপতি রহে একজন
স্বপক্ষে, বিপক্ষ সহ যুঝিবনা আমি ;
একাকী নাশিব শেষে ত্রিদশ সমূলে।"
"অগ্রদেব অক্ষিলিসে চলিল বিবাদ
নববর্ষ ; দশ বর্ষ অতীত সংগ্রামে
জান দেবি, হেন যুদ্ধ ন ভূত ভূতলে।

অগ্রদেব ও অক্ষিলিসের মনোবাদ ইলিয়দে এইরূ বর্ণিত আছে—গ্রীকেরা ইলিয়ম রাজ্যে প্রবেশ করিয় লুণ্ঠন আরম্ভ করে আপলো দেবের কোন পুরোহিত Chrysies ও Brisies নাম্নী) দুই কন্যাকে লুণ্ঠন করি আনিয়া জ্যেষ্ঠাকে অগ্রদেব ও কনিষ্ঠাকে অক্ষিলিসকে দেওয়া হয়। ঐ পুরোহিত কন্যাদিগকে মুক্ত করিয়া নেওয়ার জন্য গ্রীক দিগের নিকট অনেক অনুনয় করেন। কন্যাদিগকে ছাড়িয়া দেওয়া হয়না, তাহাতে গ্রীক-সৈন্যদলে মহামারি প্রভৃতি ঘটে ; তৎপরে কন্যাদিগকে প্রত্যাখ্যান করা পরা সিদ্ধ হইলে অক্ষিলিস প্রাপ্ত কন্যাকে ছাড়িয়া দেন, কি অগ্রদেব ছাড়িয়া দিতে চাহেন না, তাহাতেই অক্ষিলিসে সঙ্গে বিবাদ হয় অক্ষিলিস প্রতিজ্ঞা করেন, ট্রয় যুদ্ধে তিনি অস্ত্রধারণ করিবেন না তিনি অনেক কাল নিরপেক্ষ ছিলেন এই মনোবাদই ইলিয়দের প্রধান বর্ণিত বিষয়। বর্ত্তমান বর্ণনা তাহার রূপান্তর মাত্র।

নভূত—অঘটিত

হেলেনার বীরকুল আক্রমিলা যবে
ত্রিদশ, মজিলা মহা সম্মুখসংগ্রামে
দুই পক্ষ; এক পক্ষ যুঝিলা বিক্রমে।
নিদাঘের ঝড়ে যথা ভাঙ্গে একে একে
মহীরুহ; অগণিত তেমতি পড়িল,
হেলেনার সৈন্যদল দুর্ব্বার সমরে!
মহাবলী হিরণ্যক প্রায়ামনন্দন,
বিনতানন্দনবলে, একাকী যুঝিলা
সপ্তদিন; সপ্ত শত হত মহারথী
তার রণে, সেনা কত দিতে নাহি সীমা!
কাতর হেলেনাধিপ স্বদলসংহারে,
(নাহি বিজয়ভরসা;) পাঠাইলা শেষে,
মাল্য অসি অক্কিলিসে, মহাসমাদরে
বরি সৈনাপত্যে শূরে সমস্ত সংগ্রামে।
"হেথা দেবাত্মজ বসি নব বর্ষ যুড়ি,
গভীর তপস্যাব্রতে; দাক্ষিণাত্যবনে,
যথা রামানুজ বীর, মঙ্গলকামনে

বিনতানন্দন বলে—সামর্থ্যে গরুড় সম।
সমস্ত সংগ্রাম—যতকালে যুদ্ধ শেষ হয়।
রামানুজ বীর—লক্ষ্মণ।

হেলেনার। (হীন বল স্বদল সংগ্রামে,
স্বয়ং নিরস্ত যুদ্ধে মহা অভিমানে!)
শুনিয়াছি,—বৃন্দারক বৈজয়ন্তধামে,
করিলা মন্ত্রণা কত ভুঞ্জিতে বিবাদ,
হেলেনার হিতহেতু! দেবের নিদেশে,
অবশেষে দেবাত্মজ পশিলা সংগ্রামে ;
করিলা বিষম যুদ্ধ তিন সন্ধ্যাব্যাপী,
সংহারিলা হিরণ্যকে অনেক সন্ধানে।
হিরণ্যক বধ কথা শুনিয়াছ দেবি
কবি মুখে, ভূলোকে সে অদ্ভুত ভারতী
"অপরাধ ক্ষম দেবি, কহি অকপটে
এপোড়া মনের কথা ;—বড় শুভ ক্ষণে
তোমরা দুইটী ভগ্নী জন্মিলে ভূতলে!
পশিয়া বিদ্যুৎরেখা চিত্রশালিকায়,
নাশে যথা সব শোভা ; তেমতি নাশিলা

তিনসন্ধ্যা—সমস্ত দিবা

দুইটী ভগ্নী—কথিত আছে, স্পার্টারাজ আগামেম্‌নন্‌ তদীয় অনুজ মানিলুস দুই ভগিনীকে বিবাহ করেন।

অনুজা সমরানলে সোণার ত্রিদশে!
তোমার লাগিয়া মত্ত বিষম বিবাদে
অগ্রদেব অক্কিলিস, লক্ষ লক্ষ মরে
অকালে হেলেনাসেনা ত্রিদশের রণে;
সে মহাশঙ্কটে ব্যস্ত মানব অমর,
দ্যুলোক ভূলোক দুই পূর্ণ জনরবে!”

অনুজা—হেলেনা।

হেলেনা কাব্য।

দ্বিতীয় খণ্ড।

দ্বিতীয় সর্গ।

বাজিল দুন্দুভি ভেরী গভীর নিনাদে
বৈজয়ন্তে, রণরঙ্গে কাঁপিল অমরা!
বসিলা অমরবৃন্দ বৃন্দ পরিমাণে,
দল বলে, থরে থরে গিরীন্দ্রশিখরে।
সুমন্দ প্রবাহে তলে বহে মন্দাকিনী,
(অদূরে নন্দন বন) সুশোভিত তটে,
বিকট প্রান্তর শ্যাম দুর্ব্বাদলে ঢাকা;
অনন্তকালের যেন বিশ্রামভবন
সে প্রান্তর, নাহি অন্ত পূর্ব্ব কি পশ্চিম
উড়িল প্রান্তর মাঝে লোহিত পতাকা
ছুট ফুটি, অমরের ক্রোধাগ্নিতে মাখা
ভীষণ; ঝলসে যথা নীলাম্বু-উরসে,

রণরঙ্গ—যুদ্ধ জনিত আমোদ।
গিরীন্দ্রশিখরে—সুমেরুপর্ব্বতের শিখরে।
পূর্ব্ব কি পশ্চিমে—আরম্ভে কি শেষে নীলাম্বু—সাগর।

প্রচণ্ড প্রতপ্ত দীপ্ত বাড়বাগ্নি-শিখা !
গাইল সমরগাথা অমর গায়ক,
গভীর বারিদ-রবে ; নাচিতে লাগিল
রুদ্রতালে উগ্রচণ্ডা অযুত কিন্নরী !
কিম্পুরুষ শত শত করে মহাকেলি
লম্ফে ঝম্ফে, দেবদল দেখেন সে লীলা।
সহসা পশিলা তথা দুইটী মানব
বীরসাজে ; সুরবালা সিঞ্চিলা হরষে
রক্তরেণু, মিলি যথ সোমসূর্য্য দোঁহে
প্রভাতে, ছাইল ধরা চারু দিব্যালোকে।
"সিদ্ধিঃ সিদ্ধিঃ সিদ্ধিঃ" রবে ধ্বনিলা চৌদিকে
অমর অমরনারী প্রবল উৎসাহে।
কাঁপিল অম্বর ধরা সে ঘোর কল্লোলে !
হুঙ্কারিলা বীর দ্বয়, সহসা হইল
নীরব সে সুরসভা ; প্রভাতে যে মতি
নিস্তব্ধ নিসর্গ ঘন-গভীর-গর্জ্জনে !

দুইটী মানব—স্বর্গগত হিবংাক ও অকিলিস। প্রায়ামপুত্র পারিসের শরে অকিলিসের মৃত্যু হয়, কাব্যে এ বর্ণনা নাই

রক্তরেণু—আবির, উৎসবাদিতে ইহা ব্যবহৃত হয়

কতক্ষণে বীর এক কহিলা গর্জ্জিয়া ;
"অক্কিলিস, বড় দুঃখ, ত্রিদশ লাঞ্ছিত
হেলেনার পদতলে ! হায় রে কুক্ষণে,
বীরবেশে পশে রিপু ত্রিদশআলয়ে,
বিধির বিধান ইহ , নতুব' কি মরে,
ই'লিয়ম বীর বৃন্দ হেলেনার রণে ?
অক্ষত এ ভুজদ্বয় ; যার পরাক্রমে
কম্পিতা মেদিনী সপ্তসিন্ধুসহকারে
কি কষ্ট ! প্রণষ্ট বল সে ভুজ সংগ্রামে
অসময়ে দেবচক্রে ; ধিক্ দেবদলে !
নিয়ত আকুল প্রাণ ভূতপূর্ব্ব স্মরি
হে বীর, উদ্যত আজি তেঁই এ উদ্যমে ;
ধরিয়া মানবদেহ যুঝিব আমরা
আজি এ অমরপুরে ; দেখাব অমরে
মর্ত্ত্য কি বিক্রমে কম বৈজয়ন্ত হতে !"
এত কহি মহাবাহু দংশিলা অধরে
মুহুর্মুহুঃ, বড় বাহু সহসা ঝাড়িলা।

ঘনগভীরগর্জনে—গভীর মেঘগর্জনে।
প্রণষ্টবল—শক্তি শূন্য, পরাস্ত।

উত্তরিলা অক্কিলিস ;—"শুভক্ষণে শূর
বিক্রমের এ পরীক্ষা তব সহ আজি ;
(রহিবে ত্রিদিব সাক্ষী) অমরছলনে
অকালে মরিনু মোরা, সমরের সাধ
নাহি মিটে, বহুদিন নরদেহ ত্যজি।
জনমিনু মর্ত্ত্যে হবে, মূর্ত্তিমতী হয়ে
আপনি মিনর্বা দেবী লইলেন কোলে ;
শিখাইলা বীরমন্ত্র ; বীণাযন্ত্র যথা
ঝঙ্কারে ঈষৎমাত্র সমীরপরশে ;
তেমতি বাজে এ চিত্ত বীরসহবাসে।
এ দারুণ কণ্ডূয়ন নিবারণহেতু
নরতে না ছিল কেহ ; রণ শত শত
জিনিয়াছি এক হস্তে, বড় শুভক্ষণে
তেঁই এ সমরোৎসব বৈজয়ন্তপুরে,
হিরণ্যক শূরশ্রেষ্ঠ তব সহ আজি ;

নরদেহ—মানব দেহ
মিনর্ব্বাদেবী—গ্রীকদিগের যুদ্ধদেবী
এ দারুণ কণ্ডূয়ন নিবারণহেতু নরতে না ছিল কেহ—
ই দুরন্ত রণস্পৃহার তৃপ্তিস্থল পৃথিবীতে কেহ ছিল না।

সমকক্ষে শোভে কক্ষ, নহে সিংহশিবে।*
বসেছেন দেবদেব, বামে সুরেশ্বরী,
সকল দেবের অগ্রে; আসি শীঘ্রগতি
নমিলা যুগল শূর দম্পতীর পদে।
হাস্যমুখে দেবমাতা স্বহস্তে তুলিয়া,
দিলেন যুগল ধনু দুই বীরবরে।
কটিতে বাঁধিয়া তূণ, বিপরীত মুখে
চলে দোঁহে, কেহ পূর্ব্বে কেহবা পশ্চিমে।
বসিলা উভয়ে ফিরি অর্দ্ধক্রোশান্তরে,
অভিমানে রক্তচক্ষু, মুখে বীর্য্যভাতি
দোঁহাকার; অন্তরীক্ষে সাজিল যেমতি
দুই মেঘ তাম্রশীর্ষ নিবিড় ধূমল!
হুঙ্কারিলা বীরদ্বয়, বাজিল গগনে
ঘনঘটা, ঝঞ্ঝাবাত বহিল নিশ্বাসে।

কক্ষা—বিবাদ, সংগ্রাম

সিংহশিবে—সিংহ এবং শৃগালে

গ্রীক পুরাণানুসারে দেবদেব জুপিটার ও দেবমাতা তদীয় পত্নী জানো।

তাম্রশীর্ষ নিবিড়ধূমল—এরূপ মেঘাড়ম্বর ঝটিকার পূর্ব্ব লক্ষণ।

অকস্মাৎ চটপট বিকট নিনাদে
উঠিল টঙ্কার ঘোর ; বহিল সঘনে
প্রখর বিদ্যুৎস্রোত দুই মেঘান্তরে !
"সাবাস ! সাবাস !" শব্দে পূরিলা অমর
দিক্ দশ , বীররসে মত্ত বীর দোঁহে,
দাঁড়াইলা দড়বড়ি, সহসা ঢাকিলা
শরজালে অন্তরীক্ষ ; কোটী কোটী কোটী
উড়িল আকাশে ফণী মহা স্বনস্বনে !
ঢাকিল রবির ছবি ; পলাইল ত্রাসে,
দিক্‌পাল দিক ছাড়ি দিগঙ্গনা সহ।
শরে শর সংঘর্ষণে উঠিল কৃষাণু,
ছাইল অম্বর ধরা ; অধীর অমর
উত্তাপে ; অনলবৃষ্টি প্রলয়ে যেমতি
আরম্ভিল মুহুর্মুহু। কিন্নর, কিন্নরী,
যক্ষ, রক্ষ, পলাইল ছাড়ি রঙ্গভূমি
ছট্‌ফটি ; মুণ্ড নাশা ভাঙ্গিল আছাড়ে।
"রহ রহ রহ" বলি ডাকিলা সঘনে
দেবদল ; বীরদ্বয় চাহিয়া দুধারে,
সম্বরিলা শরবৃষ্টি ; কতক্ষণ পরে

কৃষাণু—অগ্নিকণা।

পড়িল সকল শর দৃষ্টিপথ ছাড়ি।
বভম্ বভম্ বোলে বাজিল সঘনে
রণকম্বু, রণগাঁথা গাইতে লাগিলা,
অমর গায়কদল ঘোর শিঙ্গারবে !
"জয় জয় সুরপতি জয় সুররাণী,
জয় বৃন্দারক বৃন্দ, জয় সুরপুরী !
ধন্য ধন্য ধন্য বীর ! ভরিলা অমরা
কীর্ত্তিরসে, বীরকীর্ত্তি ভুবনপূজিত।
কত শোভা রত্নময় সুমেরুশিখরে ?
কি শোভা নন্দনবনে মন্দার কুসুমে ?
শোভে দেখ জয় মাল্য বীরবর-শিরে !
সাজ সাজ বিদ্যাধরি সাজলো সত্বরে,
ছিটাও চন্দন পুষ্প বীরবর শিরে ;
ধন্যলো ধরিত্রি তুই বীর প্রসবিনি !
(মানব অমর সদা বীরত্বের বলে।)
বাজাও বাজাও শিঙ্গা, জয় সুরপতি,
জয় বৃন্দারকবৃন্দ জয় সুরপুরী !
কোথারে গন্ধর্ব্বপতি আনহ সত্বরে,
ঢালহ ঢালহ সুধা বীরের বদনে !"

রণকম্বু যুদ্ধে ব্যবহৃত শঙ্খ

গন্ধর্ব্বপতি—হিন্দ পুরাণানুসারে ইহার নাম চিত্ররথ গন্ধর্ব্ব।

সম্বোধিয়া যোধদোঁহে দেবের নির্দেশে,
ক্ষণপরে দেবদূত কহিতে লাগিলা ;—
"তোমরা দেবের মান্য ধন্য তিন লোকে,
শৌর্য্যবীর্য্যঅবতার ; স্তম্ভিত অমর
পরাক্রমে ; শস্ত্রযুদ্ধে নাহি তুল্য কেহ
ত্রিদিবে। ত্রিদশালয়ে না দেখি আমরা
যে রঙ্গ, সে রঙ্গ শূর দেখাও দোঁসবে।
বীরবংশঅবতংস, অবশ্য তোমরা
জান তাহা ; শুনিয়াছি মর্ত্ত্যের সমরে,
পরিহরি অস্ত্র শস্ত্র, রিক্তহস্তে যোঝে
বীরবৃন্দ ; বৃন্দারক চিন্ময় সকলি,
(অক্ষত আয়ুধে অঙ্গ, মৃত্যু অপমানে ;)
না জানি সে দেহযুদ্ধ স্বপনে আমরা,
খ্যাত যাহা ধরাতলে মল্লযুদ্ধরূপে ;
দেখাও সে রণরঙ্গ আজি সুরলোকে।"

অবতংস—অলঙ্কার।

অক্ষত আয়ুধে অঙ্গ মৃত্যু অপমানে—দেবতারা চিন্ময়, অস্ত্রে ক্ষত হন না। কেবল পরাজয় জনিত অপমানই তাঁহাদিগের মৃত্যু।

তথাস্তু বলিয়া দোঁহে সহাস্য বদনে,
পরিহরি শর ধনু, সহসা ত্যজিলা
উষ্ণিষ, কবচ, বর্ম্ম ; মাতঙ্গ যেমতি
উন্মত্ত, ত্যজে দূরে অঙ্কুশ, শৃঙ্খল
আচ্ছাদন ; মুহুর্মুহু পদাঘাতি ভূমে
ঊর্দ্ধকরে ধায় বনে ; তেমতি ধাইলা,
ঊর্দ্ধবাহু দুই বীর ঘোর হুহুঙ্কারে !
বাজিল বিষম যুদ্ধ ; দুই মহাবলী
হানে মুণ্ডে মুণ্ডাঘাত, পদাঘাত পদে !
বক্ষে বক্ষ সংঘর্ষণে উঠিল সহসা
মহাশব্দ, দেবদল স্তব্ধ সে আরাবে !
কতক্ষণে দুইবীর মল্লযুদ্ধ চ্ছলে।
আরোহিলা অন্তরীক্ষে ; দেবের অজ্ঞাত
এ শিক্ষা, অমরবৃন্দ স্থির চক্ষে রহে।
যেন দুই তুঙ্গ শৃঙ্গ প্রলয়ের বাতে
উৎপাটিত, ব্যোমবক্ষে মুহুর্মুহু ঘোরে।
দণ্ডে দণ্ডে প্রতিঘাত ; চট চট ধ্বনি,
বিকট হুঙ্কার, ওঠে সপ্ত স্বর্গ ভেদি !
দশনে বিদ্যুৎবাহু ভ্রূকুটি প্রকটে,

আরাবে—শব্দে।

মহাশ্বাসে বহে বায়ু অঙ্গের তাড়নে
ভীষণ, বহিছে স্বেদ বৃষ্টিবিন্দুরূপে।
"সম্বর সম্বর"। বলি আবার ডাকিলা
অমর, অম্বর ছাড়ি নামিলা ভূতলে
বীরদ্বয়; দ্রুত আসি দেবমাতা পদ
বন্দিলা। সানন্দ মনে দেবপ্রসূ কহে;—
"তোমাদের পরাক্রমে পরিতুষ্ট আজি
সুরলোক; সুররাণী সুর-সোহাগিনী
স্নেহবতী তোমাদোঁহে, বাঞ্ছিলা যে বর
লহ তাহা; আজি হতে বরিলাম দোঁহে,
দেব-দুর্গ-রক্ষা-হেতু সেনাপতি পদে।
যাহ দেবদূত সঙ্গে; শত বিদ্যাধরী
সত্বরে করাহ স্নান মন্দাকিনী জলে;
পড়ি মন্ত্র বামদেবী (অধিষ্ঠাত্রী তেঁহ
দেবযুদ্ধে) অভিষেক করুন আপনি।"
চলিলেন দুই বীর মন্দাকিনী-স্নানে,
অগ্রে বামদেবী; পাছে অযুত কিঙ্করী।
কেহ বহে গন্ধরস পল্লব চন্দন,

দেবপ্রসূ—দেবপিতা জুপিটার
বামদেবী—স্বর্গে যুদ্ধদেবী, মর্ত্ত্যে ইলিয়ম অধিষ্ঠাত্রী।

হরিদ্রা কস্তুরী কেহ কেহ পুষ্পমালা ;
কেহ বা ঢুলায় অঙ্গে চিকণ চামর
ধীরে ধীরে, কোথা পুনঃ কুসুম-আননা
প্রস্ফুট প্রসূনরাশি সিঞ্চে রাজপথে ;
বিদ্যাধরী ছত্রধর ; সুধাভাণ্ড হাতে
সুগন্ধা গন্ধর্ববধূ গজেন্দ্র-গমনে
চলে ধীরে ; সপ্তস্বরে শতেক কিন্নরী
গায় গীত ; তালে তালে নাচিছে অপ্সর
পুলকিত বৈজয়ন্ত সে আনন্দ-নাদে।
স্নানঅন্তে দুই শূর পরিলা হরষে
পরিচ্ছদ ; সুরবালা বাঁধিলা ললাটে
জয় মাল্য, খল খল হাস্য রাশি মুখে ;
কেহ দেয় হুলু ধ্বনি ; করি মন্ত্রধ্বনি,
দিলা দেবী দুই ধনু দুই বীরবরে
দেবদত্ত ; বিদ্যাধরী ঢালিলা বদনে
সুধাধারা ; ক্ষুধা তৃষ্ণা ঘুচিল সকলি।
ক্ষণ পরে শূরদ্বয় সঙ্গিনী সংহতি,
চলিলা সহর্ষে বামদেবীর মন্দিরে।
বসিয়া মন্দির মাঝে, মৃদু মন্দ ভাষে
কহিলেন হিরণ্যক বামদেবীপাশে,—

"মহাদেবি, বড় সাধ বহুদিন শুনি
সে বারতা, কহ আজি কি হেতু মজিলা
হেলেনা ত্রিদশসহ এদারুণ দ্রোহে ?
এ কোন্ দেবের চক্র ; কোন অপরাধে
বিধিবক্র ত্রিদশেরে, এতার নিগ্রহ !"
কহিলেন বামদেবী ; "শোনরে বাছনি
সে বারতা, পিতামহী উগ্রমতী তব
যৌবনে বিধবা রামা ; প্রায়াম ভূপতি
অপ গণ্ড, রাজ্যখণ্ড শাসিলা সচীব
সসম্ভ্রমে দশ বর্ষ ! বসন্তআগমে,
বর্ষে বর্ষে ভূপজায়া করিতেন কেলি
কাম্যবনে, কল্পতরু লতিকার মূলে।
শুভ্র কাদম্বিনী যথা নীলাম্বর ভালে,
কাননে সরসীরম্য, কাম সরোবর
নাম তার,ফোটে তাহে কোটী কোটী কোটী
নীলোৎপল, রঙ্গে ভৃঙ্গ তাহে করে কেলি !
কণককমলকলি তা সবার মাঝে
প্রস্ফুটিত, সুরচিত্ত মুগ্ধ তার রূপে।

উগ্রমতী—প্রায়াম রাজের মাতা।
কাম্যবন—ইডেন উদ্যান।

বাসন্ত পঞ্চমী তিথি, উগ্রমতী ধনি
সাজিবেন পুষ্পসাজে বনদেবীরূপে,
খাবেন ফুলের মধু ; আদেশিলা রাণী
চেরীরে, আনিতে সেই স্বর্ণশতদলে!
বাজিল কিন্নরী সহ বিষম বিবাদ
চেরীব, (কিন্নরী সেহ দেবের কিঙ্করী ;)
কহিলা কিন্নরী "পুষ্প না পরশ কেহ ;
দেবরাজসুতা দেবী অপ্রোদিতী, মোরা
অক্ষত এ পুষ্প রক্ষি তাঁহারি আদেশে।
প্রত্যহ ভুঞ্জেন দেবী সুধাবিন্দু আসি
এ পুষ্পে, এ বনে মোরা নিত্য করি কেলি।"
শুনিয়া চেড়ীরমুখে বিবাদ-বারতা,
অভিমানে উগ্রমতী স্বহস্তে ছিড়িঁলা
সে ফুল, আদরে তারে পরিলা কুন্তলে।
শুনি কথা অপ্রোদতী সাঁপিলা রাণীরে
মনস্তাপে ; "পাপীয়সি, মত্তভোগ সুখে
অবিজ্ঞলি দেবকুলে ; কুলটা হইয়া

অপ্রোদিতী—জুপিটাবের কন্যা সৌন্দর্য্যের অধিষ্ঠাত্রী Aphrodite.

কুলটা হইয়া ইত্যাদি—তুই হেলেনা রূপে জন্ম গ্রহ

লহ জন্ম হেলেনার চক্রবর্ত্তী-কুলে !
জনমিবে তোর বংশে মন্মথ আসিয়া
প্রায়ামতনয়রূপে, হরিবে সে তোরে ;
ঘুষিবে অখ্যাতি পৃথ্বী ; দশ বর্ষ যুড়ি
বাজিবে বিষম যুদ্ধ হেলেনা ত্রিদশে ;
ইলিয়ম ভস্মশেষ হবে সে সমরে ।”
লইয়া কণকপদ্ম হর্ষে উগ্রমতী
আইলেন রাজপুরে ; মধুলোভে যথা
শাখামৃগ চক্রখণ্ড লয় কক্ষতলে,
লুক্কায়িত তাহে মক্ষি দংশে ক্ষণপরে !
অলঙ্ঘ্য দেবের বাক্য ; সে অভিসম্পাৎ
রক্ষাহেতু এ বিগ্রহ হেলেনা ত্রিদশে ।”
কহিলেন হিরণ্যক ; “হায় মহাদেবি,
শুনিনু দারুণ কথা ; বিদরে মরম
স্মরিতে বিধির বাদ ত্রিদশের সহ !
ইলিয়ম ভস্মশেষ হবে এ সমরে
সত্য যদি, হবে কি গো নির্ম্মূল ভূতলে,
বিপুল প্রায়াম বংশ, কহ তা জননি ?

করিবি, কন্দর্প পারিসরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া তোকে হরণ করিবে।

শাখামৃগ—বানর। চক্রখণ্ড—মধুচক্রের একখণ্ড

কোন্ মহাবাতে কিবা কোন দাবানলে,
না রহে একটী তরু নিবিড় কাননে!"
  সম্বোধি কহেন অম্বা;—শোনরে বাছনি
সে কাহিনী; ভবিতব্যে লিখিলা বিধাতা
এ বারতা,—সহোদর অনশ্বর তব,
দেব ধর্ম্ম-পরায়ণ, দেবের প্রসাদে
রহিবে জীবিত সেই এ ঘোর বিপ্লবে।
ত্যজি ইলিয়ম রাজ্য, পূজিবে সে দেবে
পঞ্চবর্ষ বন মাঝে, বন ফলাহারে।
পিতৃরূপে অর্কদেব লইবেন তারে
নবরাজ্যে, রাজ্যেশ্বর হবে সে সেখানে।
শুনেছ পশ্চিমদেশে আলিপন গিরি,
অপ্সরা কুলের বাস; বহে তার তলে
পয়স্বিনী স্রোতস্বতী আর্দ্রক সাগরে;

অনশ্বর—পোয়াম রাজপুত্র Eneas কথিত আছে, ট্রয় নগরের ধ্বংস হইলে ইনিস নামক কোন রাজপুত্র তাহার পিতা আঙ্কানিয়াসকে স্কন্ধে করিয়া পলায়ন করে, এবং ইটালী দেশে যাইয়া রোমরাজ্য সংস্থাপন করে।

আলিপন গিরি—আল্পস্ পর্ব্বতশ্রেণী

পয়স্বিনী—পো নদী (Po.)

আর্দ্রক—আড্রিয়াটিক অথবা ভেনিস সাগর।

সেই রম্য গিরিমূলে রমণীয় দেশে,—
স্থাপিবে নূতন রাজ্য; অর্দ্ধেক মেদিনী
যুড়িবে সে মহারাজ্য মহ পরাক্রমে ;
হের দেখ সেই দৃশ্য।” এতেক কহিয়া,
দেখাইলা মানচিত্রো বাম করতলে
অঙ্কিত, হেরিয়া শূর হাসিলা পুলকে।

হেলেনা কাব্য।

দ্বিতীয় খণ্ড।

তৃতীয় সর্গ।

রজনী প্রভাতে বসি প্রায়াম ভূপতি,
আত্মীয় অমাত্য সঙ্গে রাজ সভাতলে ;
হায় রে ত্রিদশ সভা—ত্রিদশ লাঞ্ছনা
শূন্য প্রায় এবে ; যবে হৈমন্তিক ঝড়ে,
ঝরে পুষ্প পত্র শাখা, উন্মূলিত শাখী
কাননে ; কাঁদেন যথা বনবিনোদিনী
বাসন্তী, অনন্ত দুঃখে কাঁদেন তেমতি,
ত্রিদশের ভাগ্য লক্ষ্মী সে দৃশ্য নেহারি !
কিম্বা যথা রম্ভাবনে, সুসময়ে যবে
ছেদয়ে কৃষক তরু ফল ভরে নত
সকলি ; কেবল রহে মূল দেশে তার
ক্ষুদ্র চারা, মাঝে মাঝে ফলশূন্য তরু ;
ত্রিদশের বীরবৃন্দ সংহত সকলি
সংগ্রামে, বালক বৃদ্ধ ত্রিদশ-আলয়ে
অবশিষ্ট ; শোকে ক্লিষ্ট ত্রিদশের পতি;

ত্বিষাম্পতি যথা শেষ রাহুর কবলে,
গ্রহ উপগ্রহ অগ্রে অন্তরীক্ষচ্যুত !
কতক্ষণে কহিলেন সচীব সুমতি
সকাতরে ;—"লোকপাল, নাহি সরে মুখে
শোকে কথা, মর্ম্মব্যথা না পারি সহিতে ;
হত ত্রিদশের বল একাল সংগ্রামে
বিধিবশে, অবশেষে রহিয়াছে যাহা,
কাহারে পাঠাই হায় সেনাপতি করি
তা সবার সহ কহ ; অহঃ কি দুর্দ্দশা,
কাণ্ডারী বিহনে ডোবে এ জীর্ণ তরণী
অকালে, এ কূলহীন সমরসাগরে !
একপক্ষ মহাহবে সপ্তাহ যুঝিলা,
হিরণ্যক মহাবলী মহাপরাক্রম ;
সপ্ত শত মহারথী হত তার রণে
হেলেনার। দেব যুদ্ধে পড়িলা যে কালে
মহাবলী আঁধারিয়া ইলিয়ম ভূমি,
সেই কুলক্ষণে দেব, জানিনু তখনি
দেবের নিগ্রহে লক্ষ্মী ছাড়িলা ত্রিদশে !
নাহিক ভরসা আর, ভাঙ্গে যদি কটি,
পারে কি ভুজঙ্গ শেষে যুঝিতে সজোরে ?

তিন দিন রুদ্ধদ্বার রহিলা ত্রিদশ
মহাশোকে, আজি পুনঃ তিন দিন গত
পুনর্যুদ্ধে ; তিন শত মরিলা সেনানী
তিন সেনাপতি সহ; কালিকার রণে
পড়িলেন সর্পদম সম্মুখ সংগ্রামে,
ত্রিদশের শেষ আশা ! নিবিলে দেউটী,
গর্জ্জে যবে কাল সর্প পশি বাসগৃহে,
গৃহস্থ আকুল ভয়ে, না পায় খুঁজিয়া
যষ্ঠি খণ্ড ; নরপতি কি আর কহিব,
তেমতি আমার দশা অদৃষ্টের ফলে !"
কাঁদি কন নরপতি কতক্ষণ শেষে;—
"হে সচীব নাহি কহ দুঃখের কাহিনী
হতভাগ্যে, নাহি দগ্ধ শোকের অনলে ;
ভস্মশেষ এ মরম, হায়রে কি কব !
সোণার ত্রিদশধাম শ্মশান সোসর
এসমরে, বীরবৃন্দ বৃন্দারকসম
লুপ্ত সব ; সুপ্ত যথা কদলির বনে,
রাঘবের অনুচর বালযুদ্ধচ্ছলে ;

কদলির বনে ইত্যাদি—লব কুশের সঙ্গে যুদ্ধ হইয়া রামচন্দ্র সসৈন্যে অসম্ভাবিত রূপে পতিত হন

অদৃষ্ট বিমুখ যবে, সকলি সম্ভবে
এ ভবে ; কে জানে হায় মরিবে অকালে,
  করীকুল কাল মুখ মক্ষির দংশনে ?
বিপুল প্রায়াম বংশ বিখ্যাত ভুবনে,
অকালে পাইল ক্ষয় বিধির নিদেশে ;
হত বিধি! এ অবধি শোভে কি তোমারে ?
পঞ্চাশৎ পুত্র মাঝে আছে একজন,
সেহ শিশু ; রহে যথা অনন্ত অম্বরে
এক তারা, আশা তার কতক্ষণ কহ !
রে পারিস পুত্র তুই ! পরম আদরে
পালি তোরে, প্রতিফল এই পরিণামে ?
নহিস নহিস পুত্র, কাল শত্রু তুই
আমার ! অশুভক্ষণে ধরিলা জঠরে,
অভাগা জননী তোরে পূর্ব্বপাপ ফলে ."
  সহসা উঠিল ঘোর রোদন-নিনাদ
অন্তঃপুরে, দূর বনে কাঁদে রে যেমতি

আছে একজন ইত্যাদি—প্রায়ামের অন্যতর পুত্র অনশ্বর (Eneas) পারিস এবং অনশ্বর দুইপুত্র অবশিষ্ট সত্ত্বেও প্রায়াম পারিসের উপরে বিরক্ত হইয়া একপুত্র আছে বলিয়া আক্ষেপ করেন।

কলকণ্ঠে বিহঙ্গিনী কুলায় মাঝারে।
কতক্ষণে উপনীতা রাজ-সভাতলে,
ইলিয়ম-অধীশ্বরী সঙ্গিনী সংহতি
সন্ত্রাসিতা ; পুত্রশোকে পশিলা যেমতি
লঙ্কেশের সভাতলে চিত্রাঙ্গদা সতী
ত্রেতায় ; অথবা যথা মৃগেন্দ্রানী ছাড়ি
গিরিগুহা, বাহিরায় সভয়ে প্রান্তরে !
সমন্ত্রমে সভাজন নমিলা রাণীরে
করযোড়ে ; কল কলে বহেন যেমতি
ভোগবতী, ভগবতী কহে ক্ষণপরে
মহাশোকে ;—"মহারাজ কি কাজ বঞ্চিয়া
পাপপুরে, কি মন্ত্রণা করহ আপনি ?
চল যাই দূরদেশে, অজ্ঞাত কাননে
পশি চল ; লুকাইব এ জন্মের তরে
শোকে দুঃখ লাজ সেথা, এত ব্যথা প্রাণে
সহে কি অধিক তাহে ? অবলা আমরা
সন্তান-সর্ব্বস্ব-প্রাণ ; পাষাণে বাঁধিয়া

পুত্রশোকে—বীরবাহুর শোকে।
ভোগবতী—পাতাল-বাহিনী গঙ্গা।
মৃগেন্দ্রাণী—সিংহী

দগ্ধ চিত্ত, তথাপিও ভুলিনু ভূপতি,
এত পুত্র-শোক হায় স্বদেশের তরে।
এবে সে বিফল আশা। ত্রিদশ-আলয়ে
নাহি লক্ষ্মী, আর তাহা আসিবে না ফিরে!
কোন্ প্রাণে দেখি কহ এ কাম্য কানন
ভস্মময়, কোন্ সুখে বসি সিংহাসনে?
ছিঁড়িলে কণ্ঠের হার খসে একে একে
রত্নবাজি, কোন্ মূঢ় অকুণ্ঠিত কহ
ত্যজিতে গ্রন্থন-রজ্জু কণ্ঠ শূন্য করি!"
এত কহি মহারাজ্ঞী কাঁদিলা নীরবে
মহা দুঃখে সভাজন বিগলিত সব
অশ্রুজলে, কথা মাত্র নাহি কার মুখে!
আবার কহিলা রাণী কাতরে কাঁদিয়া
"শোনহে রাজন্ তবে, দেখিয়াছি আজি
অলক্ষণ; শুনিয়াছি দুঃখের কাহিনী!
বিধির নির্ব্বন্ধ ইহা, শিহরে শরীর
স্মরিতে, কহিতে কথা বিদরে পরাণ!
প্রভাতে চলিনু যবে লক্ষ্মীর মন্দিরে,
নমিতে অম্বার পদে; সহসা জ্বলিল
আকাশে অনলশিখা; দেখিনু চাহিয়া,

সহস্র বিদ্যুৎসম তার মাঝে রহি,
ইলিয়ম-অধিষ্ঠাত্রী নৃমুণ্ডমালিনী,
মহাশব্দে মহাদেবী জলদগম্ভীরে
কহিলা, (রহিনু শুনি অচেতন ভূমে)
"ইলিয়ম ভস্মশেষ হবে এ সমরে।"
অমনি পড়িল বজ্র বিষম ঘর্ঘরে
বিনা মেঘে, কাঁপাইয়া দ্যুলোক ভূলোক;
ভাঙ্গিল মন্দির চূড়া; ঘোর চিৎকারিলা
গৃধিনী পেঁচক শিবা। আকাশ যুড়িয়া
কাঁদিলেন রাজলক্ষ্মী করুণার স্বরে!
"আকুল ত্রিদশালয়; ত্রিদশ রমণী,
ঐ শোন নরপতি কাঁদিছে সকলি
মহাশোকে। মনস্তাপে না পারি বঞ্চিতে
অন্তঃপুরে; দুঃখ অন্ত কর নরমণি।"
"শোনহে রাজন্ তবে, কহিব তোমারে
এ পোড়া মনের ব্যথা; নিশ্চয় বুঝিনু,
ইলিয়ম ভস্মশেষ হবে এ সমরে!
অলংঘ্য দেবের বাক্য, পূর্ব্ব পাপফলে
ফলিবে; দলিবে আসি দানব দুর্জ্জয়
এ রম্য প্রদেশ শেষে গভীর আঁধারে!

কিন্তু দুঃখ; শুকাইল অকাল-অনলে
কোরক কলিকা কত এ চারু উদ্যান!
যদিহে সহস্র অরী তীক্ষ্ণ প্রহরণে
ভেদে বক্ষ, ক্ষণমাত্র দুঃখ নাহি তাহে;
কেমনে অর্পিব কহ শত্রুকরতলে।
বালক বালিকা দলে? কলিকা বলিয়া,
রক্ষিবে কি মত্ত হস্তি অক্ষত সে সবে,
ত্রিদশ-সরসে পশি সেই কুদিবসে!
নাহি ত্রিদশের শোভ; পড়িয়াছে রণে
বীরকুল; অবশিষ্ট রহে যদি কেহ,
কি ইষ্ট সাধিবে কহ নাশিয়া নৃমণি
তাসবে সংগ্রামে আর? কি কাজ ডুবায়ে
কণক-প্রতিমা-সম নব যুবতীরে,
দুঃখ-বাড়বাগ্নিময় বৈধব্য সাগরে!
শোন তবে নরপতি, এ মিনতি দাসী
করিপদে; খুঁজি দেখ ত্রিদশ-আলয়ে
বালক বালিকাগণে, কিম্বা পূর্ণ নহে
জীবনে যাহার সাধ, পাঠাও তাসবে

কোরক কলিকা—বালক বালিকা
ত্রিদশ সরসে পশি—ত্রিদশরূপ সরোবরে প্রবেশ করিয়া।

রাজ্যান্তরে ; নব রাজ্য রচিবে তাহারা
সেই দেশে, ত্রিদশের রবে চিহ্ন তাহে।
অনলের কুণ্ড মাঝে আইস আমরা
মিশাই এ চিতানল ; দেবের নিদেশে,
ইলিয়ম ভস্মশেষ হবে এসময়ে
শত্রুহস্তে ; সে লাঞ্ছনা সহিব কেমনে ?
"ভুলিয়াছি শোক দুঃখ চাহিতব মুখে
নরপতি, ভাবিওনা নাহি এ শরীরে
অভিমান ; যত বহ্নি বসুন্ধরা-দেহে,
বাহিরায় যবে বক্ষ ফাটে ভূকম্পনে।
সযেছি অনেক দুঃখ ; আর নাহি পারি
সহিতে, শকতি যদি থাকিত হে কিছু,
দেখাতেম বক্ষ ভেদি, দশবর্ষ যুড়ি,
দুঃখের লহরী কত এ পোড়া মরমে।
যাই তবে যাই আমি ; কর নরপতি
শেষ চিন্তা, চিতাসজ্জা কর শীঘ্র গতি।"
এত কহি বীরাঙ্গনা ত্যজিয়া সত্বরে
রাজসভা ; শোকে শচী ত্যজিলা যেমতি
সুরসভা, দুর্য্যোধন দনুজ-পীড়নে।

দুর্য্যোধন দনুজপীড়নে — উৎকট যুদ্ধক্ষম দৈত্যদিগের উৎপীড়নে

চলিলা সঙ্গিনী দল, বরাঙ্গিনী সবে
পাছে তার; ধায় যথা কুরঙ্গিনী শত
বনদেবী সঙ্গে রঙ্গে দূর বনান্তরে।
মন্ত্রমুগ্ধ প্রায় বসি কাঁদিতে লাগিলা
সভাজন, শব্দ মাত্র নাহি কার মুখে;
কাঁদে যথা তরুরাজি কানন ভরিয়া,
অপাঙ্গে বাহিত অশ্রু হেমন্তে প্রভাতে!
বসিয়া রসালমূলে পুষ্কর-পুলিনে,
প্রায়াম কুল নাশিনী হেলনা সুন্দরী
বিষাদে; কিংশুক যথা বৃন্তাসনচ্যুত,
অম্বর-বিহার ছাড়ি পতিত ভূতলে;
ধূলি ধূসরিত দেহ শেষের সে দিনে।
আরক্ত অম্বুজ আঁখি, নাহি সরে বাণী
শোকে মুখে; বিম্বাধর কম্পিত সঘনে!
অলংঘ্য বিধির বিধি; মত্ত পাপাচারে
যে জন, তাহার প্রাণ অবশ্য দহিবে
অনুতাপানলে শেষে বসিয়া বিরলে

রঙ্গী বরাঙ্গী স্থলে কাব্যে কুরঙ্গিনী বরাঙ্গিনী ব্যবহারের আছে। এ গুলি কাব্যের বিশেষে অধিকার।

ষ্কর—পুকুর।

তেঁই বিষাদিত বালা, উন্মাদিনী সম,
ভৎর্সিতেছে আত্মভাগ্যে পূর্ব্বকথা স্মরি।
"আছিলাম রাজবধূ রাজ-সোহাগিনী
পৃথিবীর পূজ্য আহা স্পার্টা রাজকুলে;
সে বিপুল কুলমান ভাসাইনু হায়,
কলঙ্ক-সাগর জলে, ডুবিনু আপনি!
না জানি কি পাপফলে লিখিলা বিধাতা
এতদুঃখ এ ললাটে, এঘোর গঞ্জনা!
জননী-জঠর ছাড়ি পড়িলাম যবে
ভূতলে, শুনেছি ধরা কাঁপিলা সঘনে,
গর্জ্জিলা কাদম্বকুল অন্তরীক্ষ-তলে
ঘোর রবে; বুঝি ঘোর পাপরাশি সহ
পশিলাম মর্ত্ত্যধামে পাপীয়সী আমি!
হা বিধাতঃ! বাঞ্ছা তব কে বুঝিবে ভবে?
কে কহিবে ভবধব সৃজিলা কি তুমি
পুড়িতে এ রূপরাশি পাপের অনলে?
রম্য ইলিয়ম রাজ্য জনশূন্য এবে
মোর তরে; শুনিয়াছি বিষম সংগ্রামে
হেলেনার বীরবৃন্দ সংহত সমরে

আত্মভাগ্যে—আপন অদৃষ্টকে।

অগণিত ; যত স্নেহ হেলেনা ভবনে
লভিয়াছ, প্রতিশোধ এই পরিণামে !
"কহ গো প্রকৃতি সতি, তরুগুল্মলত,
এপাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে কি এভবে ?
হা ধিক্ ! স্বৈরিণী আমি, কে কহিবে কথা
আমা সহ ? এ দুঃসহ জীবন-যাতনা
পারি ঘুচাইতে, যদি নিবাই এখনি
জীবন-প্রদীপ-শিখা বিস্মৃতি সলিলে !
কি ফল ফলিবে তাহে, ভুলিবে কি কেহ
এ কলঙ্ক পৃথিবীতে ? খণ্ডিবে কি তাহে
পাপরাশি, লোকান্তরে নরক-যন্ত্রণা
কমিবে কি ? নাহি চাহি সেই অনুগ্রহ
কারো কাছে। হে কৃতান্ত, শুনিয়াছি আমি,—
চতুর-অশীতি কুণ্ডে অনন্ত শাসনে,
শাস তুমি পাপী জনে বর্ষ শত শত ;
পুড়িও আমারে ধর্ম্ম নিরয়-অনলে
যত ইচ্ছা ; যত যুগ অভিরুচি তব।
সহস্র কিঙ্কর তব, শিখাও তা সবে
নব নব যমদণ্ড ; পশিবে পাপিনী
অচিরে তোমার পুরে ভুঞ্জিতে সে সবে।

"যত দিন বাঁচি ভবে, দেখাব না কারে'
পাপমুখ ; এ সন্তাপ সহিব একাকী,
ঘোরবনে ! কালসর্প অবশ্য বঞ্চিবে
শ্বাপদের পদতলে রত্নাসন ছাড়ি।
খাইব বনের ফল (না বিচারি কিছু
অমৃত কি বিষময়) বিষধরী আমি।
আপনি অদৃষ্ট-গীতি গাইব কাঁদিয়া ;
শুনিবে নক্ষত্র-লোক, রবি শশী তারা
কাল বায়ু ; আর যদি নাহি শোনে কেহ,
শুনিবেন জগদম্বা পশি এ অন্তরে,
অন্তর্য্যামী ভগবতী অন্তর-বাসিনী !
"হায়রে ! হেলেনা ধামে আঁকিত যেমতি,
সুনিপুণ চিত্রকর পরম যতনে
এ মূরতি ; স্বহস্তে তা আঁকিব তেমতি
সালপত্রে ; সুবিসাল রসালের মূলে।
আঁকিয়া সে পাপমূর্ত্তি, লিখিব ললাটে
"স্বৈরিণী" এপাপ কথা ; লিখিব দুধারে
কলঙ্ক-কাহিনী পোড়া নয়নের জলে !
ভেদিব ত্রিশূলে বক্ষ, উঠাব রুধির
মহাবেগে ; মহাশক্তি শাণিলুসে হায়

খসাইয়া পাপবক্ষে, প্রক্ষালিব পদ
সে শোণিতে ; বড়সাধ এপোড়া অন্তরে !
"কে হে তুমি ঐ দূরে ? শত চন্দ্র যেন
ধরাতলে খসিয়াছে দাসীর উদ্দেশে !
এ কি দেখি স্বপ্ন ঘোর ; তুমি কি হে সেই
পুণ্যময় নরদেব স্পার্টা রাজকুলে
মানিলুস ! এস নাথ আইস নিকটে।
হায় রে। কমল মুখে বিষাদ-কালিমা,
নয়নে প্রীতির ধারা জলধারা রূপে
বহে এবে, এত দুঃখ দিয়েছি তোমারে
পাপী আমি. পিশাচীরে পড়ে কি হে মনে ?
পুণ্যের নিলয় তুমি, ক্ষমিলে কি নাথ
সব দোষ ; পশিলে কি অলক্ষিতে তেঁই
ত্রিদশের অন্তঃপুরে একাকী বিরলে ?
পশে যথা চন্দ্রকর চুম্বিতে আদরে,
সাপিনীরে ছিদ্র পথে ! এস প্রাণেশ্বর,
এস তবে ; থেকো কিন্তু শত হস্ত দূরে।
নীচ আমি অপবিত্র। এ পাপ পরশ
অযোগ্য তোমার ; এস কহিব তোমারে
মরমের দুটী কথা এজন্মের তরে !

এস দেব দয়া করে, রেখে যাও আসি
পদচিহ্ন ; নিপাতিবে পাপদেহ দাসী
পড়ি তাহে, জীবনান্তে জুড়াবে জীবনে !
"এ কি দেখি অস্ত্রসাজ ! আইলে কি তুমি
রণবেশে ? সত্য সত্য হাসিব কি আজি
মহোল্লাসে পাপদেহ অর্পি তব পদে ?
মারিয়া প্রচণ্ড শূল, পাপবক্ষ ভেদি
খাও রক্ত ; পদাঘাত কর এ ললাটে !
কাটিয়া মস্তক দহ প্রতপ্ত অনলে,
ছেদ এ রসনা শেষে ; অপাঙ্গ চিরিয়া
দেহ বিষ, ফেল শেষে অজ্ঞাত গহ্বরে !
এই যে বসিনু আমি ; এস দেব তবে
দয়া করে, দেয় দণ্ড দেহ এ পাপীরে !"
আইলে নিকটে মূর্ত্তি, চমকি ছুটিলা
দূরদেশে রাজবধু ; কহিলা সরোষে,
(ছোটে যথা সৌদামিনী কাল মেঘে ছাড়ি
অগ্নিমূর্ত্তি, তর্জ্জে শেষে গভীর গর্জ্জনে !)
"নরাধম কাপুরুষ ! আর না পরশ
পাপদেহ ; পাপস্পৃহা অনিবার্য্য যদি,
জ্বলন্ত অনল মাঝে দেহ বিসর্জ্জন

আজি তাহা ; মর ডুবি এ জন্মের তরে,
অগাধ সাগর-গর্ভে . এতদিন ভবে
পূজিয়াছি তোর পদ, দিয়াছি আহুতি
ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ তোর পাপাচারে ।
কি কাজ দূষিয়া তোরে ; আপনি হরষে
বিষের গণ্ডূষ পিয়া জ্বলে যার হিয়া ,
সে কি রে দূষিতে পারে কাল বিষধরে
বনচারী ? ভবিতব্যে ছিল যা ফলিল !
"যাহ ফিরি কাপুরুষ । তোর্ পাপানলে
জনশূন্য ইলিয়ম ; বীর-প্রসবিনী
হেলেনা বীরেন্দ্রশূন্য ; দেখিস্ কেমনে
বিপুল প্রায়ামবংশ নির্ব্বংশ ভূতলে ।
পরশিতে অভিলাষ থাকে যদি মনে,
এই দেখ্ খর অসি, এখনি ছেদিব
মস্তক, এ পাপ বক্ষ বিদারিব শেষে ।
শীঘ্র যাহ রণস্থলে ; রহিলাম আমি
প্রতীক্ষায়, আর নাহি পশিব ভবনে ।
জিনিয়া সংগ্রাম যদি আসিস্ ফিরিয়া,
দেখিবি স্বচক্ষে হেথা কলঙ্কের তোর
পরিণাম ; আর যদি শুনি লোক মুখে,

পড়েছিস্ রণে তুই ; শত পদাঘাতে
নরদেব মানিলুস বধেছেন তোরে ;
বাহিরিব এই বেশে, ত্রিদশ ছাড়িয়া
উন্মাদিনী ; যতদিন বাঁচিব জগতে,
ক'হিব কলঙ্ককথ' ঘরে ঘরে ঘরে ।
কিম্বা যদি ভীত তুই পশিতে সংগ্রামে
কাপুরুষ ! শোন্ তবে, শতখণ্ড করি
ছেদ মোর পাপদেহ ; মুণ্ডিয়া মস্তক
লহ মাথে, যাহ শেষে হেলেনা শিবিরে ;
মহামতি মানিলুস, ধর্ম্মরাজরূপে
বসেন সভায় যবে ; পদ প্রান্তে তাঁর
রাখিস্ এ দেহ মোর ; লুটায়ে ভূতলে
মাগিস্ জীবনদান ক্ষমিবেন তোরে ;
পুণ্য অবতার তিনি এ মর্ত্ত ভবনে
জানি আমি, নীচ বলে ক্ষমিবেন তিনি-."

পশিতে কন্দর মাঝে, প্রেমানন্দে যবে
চাহে মৃগ ; বহু দূর ভ্রমিয়া কাননে ।
নিঠুর হরিণী যদি রোধে আসিবলে
তাঁর পথ, মনোদুখে ধায় যথা বনে
শৃঙ্গধর, নাহি ডরে কেশরী শার্দ্দলে ।

তেমতি চলিলা রণে প্রায়ম-নন্দন
পারিস, দুঃখিত অতি নিঠুর ভর্ৎসনে।
"এই হেলেনার তরে হেলেন আমার
কাল শত্রু" ভাবে বলী "জ্ঞাতি বন্ধু যত
হত রণে ; এবে সেই কাল বিষধরী
দংশিল মরম মাঝে! এ বিষের জ্বালা
কিসে যাবে, হা বিধাতঃ করিযাছি আমি
মহাপাপ, ফল তার পাই হাতে হাতে!
হইয়াছে যা হবার,—বিধাতার লিপি!—
এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিব এখনি,
শত্রুর শাণিত অসি দীপ্ত হুতাশনে!"
এত ভাবি ধায় বীর করি পদাঘাত
ধরাতলে ; ধায় যথা মণ্ড মহাক্রোধী
বক্রগ্রীবা, নাহি চায় বামে কি দক্ষিণে!
মুহূর্ত্তে মিশিলা আসি চলিয়াছে যথা
ত্রিদশের সেনা রণে, তা সবার সহ।
আজি রণে সেনাপতি পরনারী চোর
পারিস, ত্রিদশ-সেনা লজ্জিত মরমে।
ত্রিদশের বীরবৃন্দ মরিল সকলি,
নাহি কেহ ; নাহি রহে শাল বনে যথা

একটী বিশাল শাখী হৈমন্তিক ঝড়ে !
চলিল ত্রিদশ-সেনা নগর ছাড়িয়া
ধীরগতি, ভাসে হেরি নয়নের নীরে
নাগরিক ; বরষায় বহে মহাবেগে
স্রোতস্বতী, কল কল গভীর কল্লোলে ;
শরতের শেষে তাহে বহে বারি-ধারা
মৃহুমৃহু, বহে সেহ নিস্তব্ধ নীরবে ;
আছিল অনন্ত যোধ ত্রিদশের দলে
গত সব, সে বৈভব সংহত সমূলে ।

সজ্জিত হেলেনা-সেনা সাগর সমান
সীমাশূন্য, তার মাঝে পশিল বিক্রমে
ত্রিদশের ক্ষুদ্র দল ; প্রবেশে যেমতি
গভীর সঙ্কীর্ণ নদী মহাবেগ ভরে,
উত্তাল তরঙ্গময় গভীর সাগরে !
কতক্ষণ যুঝি বলে, নিহত সকলি
ত্রিদশের বীরদল শত্রু তরবারে !
পড়িলা পারিস শূর নাশি শত অরি
ঘোর যুদ্ধে, মানিল্গুস বধিলা তাহারে
ভেদি বক্ষ ; বায়ুসুত দুঃশাসনে যথা !
হেলেনার যোদ্ধৃদল শতখণ্ড করি

দেহ তার, পাঠাইলা ত্রিদশ-আলয়ে !
হের দেখ রে কন্দর্প. এই কি করিলি
পরিণামে ? লজ্জাভয় অভিমান যত
হরিলি বিষম শরে ; করিলি রে শেষে
জীবনান্ত ; ধিক্ তোরে ? তোর অনুচর
যে মূঢ়, কি কব ধিক্ ! শত ধিক্ তারে !

হেলেনা কাব্য।

দ্বিতীয় খণ্ড।

চতুর্থ সর্গ।

নিঃশব্দ নিশীথ কালে স্বপন সুন্দরী,
পশিলেন বীরকুঞ্জে, হেম কক্ষতলে,
সুখ শয্যাতলে সুপ্তা ইন্দুমুখী যথ।
ডাকিলা স্বপনদেবী সুমধুর বোলে;—
"রাজবধূ, ওঠ চল দেখাইব আজি,
নিয়ত বাসনা চারু ইলিয়ম ভূমি
তোমায়, চললো দিদি চললো ত্বরিতে।"
চমকিয়া ইন্দুমুখী কহিলা স্বপনে,—
"একি কথা কহ দেবি, কেমনে যাইব
মরতে? অমরপুরে ভাবময় দেহ
লভিয়াছি, হস্তপদ নহিলো তেমতি;

বীরকুঞ্জে ইন্দুমুখী যথা—হিরংযকের সঙ্গে চিতারোহণ করিয়া ইন্দুমুখী (Audiomacho) স্বর্গগামিনী হন। স্বর্গে বীরদিগের নিরূপিত বাস স্থল বীরকুঞ্জ।

মরতে—মর্ত্ত্যলোকে।

শৈশব-স্বপনসম পড়ে শুধু মনে
ভূত পূর্ব্ব ! স্মরি যবে জীব-লীলা-খেলা
ধরার ! কেমনে ধরি সে মানব দেহ
আবার ? কিন্তু হে দেবি আকুল পরাণি,
সে জন্ম মৃত্তিকা মম পরশ লালসে
সতত। এ মনোবাঞ্ছা পূর সুরধনি "
হাসিয়া স্বপন কহে ;—"দাঁড়ায় দুয়ারে
মনোরথ, ঐ রথে চড়িব আমরা ;
এস ধনি, উপযুক্ত আছেন সারথী
কল্পনা, পলকে আমি তাব সহবাসে
বেড়াই ভুবন ত্রয় ; এস সুবদনি।"
মনোরথে আরোহিয় চলিলা স্বপন
ব্যোমবর্ত্মে, অতিক্রমি সুমেরু-শিখরে
মুহূর্ত্তে; দামিনী-দ্যুতি ধায় যথা দূরে,
নবীন নীরদ ত্যজি নয়ন-পলকে।
রহিল পশ্চাতে দূরে অমর-বাঞ্ছিত
নন্দন, সুমন্দ বায়ু বহিল শিরসি

সুরধনী—দেবী।
ব্যোমবর্ত্মে—শূন্যপথে।
শিরসি—মস্তকে।

মকরন্দ, আর মন্দ মধুর কাকলি
সপ্তস্বরে; সুরচিত্ত মুগ্ধ সে সঙ্গীতে।
সম্মুখে প্রচণ্ড নদী গভীর প্রবাহে,
বাহিত; দুকূল পূর্ণ জন-কলরবে।
কেহ হাসে, কেহ কাঁদে, ধূলায় পড়িয়া
কেহ দেয় গড়াগড়ি; কাঁদে হাহাকারে
জনক জননী দোঁহে বসিয়া দুধারে।
কোথা কোন ইন্দুমুখী নিন্দি বিধাতারে,
সংসার-কুসুম-সম প্রাণ-প্রিয়তমে,
বিষাদে বিসর্জ্জি সেই ইরাবতী জলে
শোকাকুলা। কোথা কোন পবিত্র মূরতি
অনলে প্রক্ষালি দেহ, সহাস্য বদনা
যায় চলি পদভরে, না চাহি পশ্চাতে;
উত্তাল তরঙ্গরাশি দলি পদতলে
পতিব্রতা, পতিপ্রেমে চির-সোহাগিনী।
সুধাইলা ইন্দুমুখী চকিতে স্বপনে;—
"দেখিনু স্বপনসম যে বিচিত্র লীলা
(অবসাদে মন প্রাণ আকুল আমার

ইন্দুমুখী—রূপসী। ইরাবতী—নদী।
অনলে প্রক্ষালি দেহ—চিতারোহণ করিয়া

সুরধনি !) এ বিচিত্র চিত্রলেখা মাঝে,
কোন্ লোক, কি রহস্য লিখিলা বিধাতা ?"
হাসিয়া স্বপন কহে ;—"ঐ যে বাহিত
মহানদী মহাবেগে , জাননা শোভনে,
কি উহ', কিহেতু বহে হেন ভীম বেশে ?
ভূলোক দ্যুলোক মধ্যে চির প্রবাহিত
বৈতরণী, পরিসরে সাগর-সোসরা
তরঙ্গিনী ; (রঙ্গভূমে অভিনেত্রী যথা !)
জীবলোকে জীবপুঞ্জ সাঙ্গ করি লীলা,
পরিণামে কর্ম্ম-ফল ভুঞ্জে সে এখানে !
সুলোচনে, ঐ দেখ পাপী শত শত
নিমগ্ন গভীর জলে ; যায় পুনঃ ভাসি
দুঃখ-বারবাগ্নিময় অকূল পাথারে !
নিরাশার অন্ধকারে নাহি জানি তারা,
কবে যে পাইবে পার এ কাল সলিলে !"
বিষাদে নিশ্বাসি কহে নৃপতি-নন্দিনী ;—
"হায় বিধি, নর-ভাগ্যে এ নিষ্ঠুর খেলা
তোমার ! শুনেছি নাথ দয়াময় তুমি ;

বৈতরণী—পুরাণানুসারে জীবদিগের মর্ত্ত্যলোক ত্যাগ করিবার সময় এই বৈতরণী নদী পার হইতে হয়

কেমনে জীবন যজ্ঞে দেহ পূর্ণাহুতি
এইরূপে ? জীবের চরম গতি তুমি !"
চলিল মানস রথ দেব-মন্ত্র-বলে
মহাবেগে; মহাবাতে অন্তরীক্ষ দলি,
ধায় যথ' কাদম্বিনী স্বন্ স্বন্ স্বনে !
কত রাজ্য উপরাজ্য, কান্তার সাগর,
অরণ্যানি অগনিত রহিল পশ্চাতে ;
স্থাবর জঙ্গম কত নাহি তার লেখা।
সম্মুখে সুন্দর শৈল, শোভে শিরোপরে
তুহিন-স্তবক-রাশি থরে থরে থরে ;
রজত কীরিট যথা কৌমুদী-প্রবাহে
ঝলসিত, সুরঞ্জিত বিচিত্র বরণে :
কল্পনারে সম্বোধিয়া কহিলা স্বপন ;
"সারথি, সম্বর গতি মুহূর্ত্তের তরে
হেথায় " বসিলা রথ অচল-শেখরে।

অরণ্যানি—মহাবন

সুন্দর শৈল—আরারাট পর্ব্বত বাইবেলের মতে এই পর্ব্বতের অনতিদূরে ইডেন উদ্যান নির্ম্মিত হয়।

তুহিন স্তবক—স্তবকাকার বরফ রাশি।

কৌমুদীপ্রবাহ—জ্যোৎস্নার ক্ষরণ।

কটিতটে উপত্যকা ধরিয়াছে গিরি,
শিরে শুভ্র জটাভার; গিরিশ যেমন
পরিহিত বাঘাম্বর চিকন চিত্রিত!
শত শত প্রস্রবণ বহে তার তলে
স্বচ্ছ শুভ্র, কামিনীর কণ্ঠ-তলে যথা
গজমতি-হার-মালা; শোভে কূলে কূলে
প্রস্ফুট প্রসূনদল, তারা দল যথা
ছায়াপথে; ফল ভরে হেলিয়াছে তরু
ইতস্ততঃ; মঞ্জু কুঞ্জে ভ্রমিছে ভ্রমরা;
নব দুর্ব্বাদল মাঝে, মৃগ শিশু সহ
মৃগরাজ করে কেলি মনঃ কুতুহলে;
ময়ূর ময়ূরী নাচে তরু তলে তলে;
উল্লাসে গাইছে শাখে ভৃঙ্গরাজ প্রিয়া
পঞ্চ স্বরে; পঞ্চমেতে কোকিল কুহরে!
তমিস্রা রজনী-যোগে অন্তরীক্ষ ছাড়ি,
খসে যথা তারাদল উল্কারূপ ধরি
নীরবে, নামিলা আসি তেমতি কাননে,
জ্যোতির্ম্ময় নর নারী দুইটী সহসা;

গিরিশ—মহাদেব
তমিস্রা রজনী—ঈষৎ অন্ধকারময় রাত্রি।

নিবিড় নিকুঞ্জবন লুকাইলা তাহে।
অমনি উঠিল তথা বীণার ররাবে,
অপূর্ব্ব সঙ্গীত-ধ্বনি কানন যুড়িয়া;
অবসাদে বনদেবী কাঁদিতে লাগিলা;
কাঁদিল কানন ভূমি, তরু গুল্ম লতা
মর্ম্মরিয়া; প্রতিধ্বনি কাঁদিলা বিষাদে!
" কুক্ষণে ভুলালি তুই বিষধর ফণি
মোহ-মন্ত্রে; কুক্ষণে রে ভুলিনু আমরা!
তোর রে কুহকে ভুলি, অবহেলি সুধা,
পিয়িলাম কালকূট কুক্ষণে আমরা!
তেঁই জরা মৃত্যু ব্যাধি দুঃখ দাবানলে,
দহে বসুন্ধরাধাম অনন্ত দাহনে
অবিরাম; অভিরাম নাহি আর কিছু
তেমতি; তেমতি পুষ্প না ফোটে কাননে
স্বর্গীয় সুরভিময়, আঘ্রাণে সঞ্চারে
মৃত দেহে প্রাণ-বায়ু; ফলেনা তেমতি
সুফল সুধার সঙ্গ; পরশে রসনা
নাহি জানে ক্ষুধা তৃষা, বিস্মরে আস্বাদ
সম্বৎসর; শ্রোতস্বতী বহেনা তেমতি
কষিত কাঞ্চন-ধারা; অবগাহি যাহে

নাহি রহে আধি ব্যাধি ; কুৎসীত কুরূপে
উপজয়ে উত্তমাঙ্গ ; সাঙ্গ রে বিধাতা
সে সুদিন অবনীর, যে দিন আমরা
অমর, মরিনু হায় এ পাপ-কুহকে।
কুক্ষণে ভুলালি তুই বিষধর ফণি
মোহ-মন্ত্রে ; কুক্ষণে রে ভুলিনু আমরা।"
কাঁদি কহে ইন্দুমুখী মৃদু মন্দ ভাষে ;—
হে ভব-বন্দিনি, কহ শুনিলাম একি
অশ্রুত সঙ্গীত ; যাহে বিকলাঙ্গ মম
অন্তরঙ্গ, ভাবাবেশে বিবশ পরাণি
কে উহারা ? কেন আসি কাঁদিল কাননে ;
ঢালিল গরল সুধা এক ধারে হেন ?
কাঁদে যথা বধুসখা "কহ কথা" বলি,
মধুমাসে মধুবনে সহসা পশিয়া ;
নাহি জানি কোন্ পাপ প্রায়শ্চিত্ত হেতু।
কহিলা স্বপন দেবী ;—"শোন সোহাগিনি,
সে বড় দুঃখের কথা কহিব তোমারে ;

উত্তমাঙ্গ—সুন্দর শরীর।
ভব-বন্দিনী—পৃথিবীর পূজনীয়া
বধুসখা—"বউ কথা কও" পাখী।

কামনা সাগরে বসি যখন বিধাতা
রচিলা বিচিত্র বিশ্ব ; উদিল পূরবে
ত্বিষাম্পতি, সুধাকর হাসিলা পশ্চিমে,
খেলিতে লাগিলা বায়ু ব্যোমবর্ত্ম ঘুড়ি
মুহর্ম্মুহু , আধোভাগে গর্জ্জিতে লাগিল
অনন্ত জলধি জল ; ঘুচিল তিমির ;
(আলোকে ভূলোক ভরা ;) সহসা ভাসিল।
সুন্দর ধরিত্রীচ্ছবি নীরধির নীরে ;
ভাসিলা সর্ব্বাগ্রে ঐ গিরিবর-চূড়া ;
বিহঙ্গ কাকলি চ্ছলে গাইয়া সজোরে,
বিশ্ব বিধাতার জয়। ঐ যে দেখিছ
উপত্যকা, স্বভাবের ক্রীড়া-ভূমি উহা ,

কামনা সাগরে বসি—অনন্ত ইচ্ছা প্রভাবে

গিরিবর চূড—আরারট পর্ব্বতের চূড়া।

বাইবেলে লিখিত আছে যে মহাপ্লাবনের পর আরারাট পর্ব্বতের শিখর দেশ সর্ব্বাগ্রে জাগিয়া ওঠে অস্মদ্দেশীয় পুরাণাদিতেও মহাপ্লাবনের পূর্ব্বে ভূসৃষ্টির উল্লেখ নাই

স্বভাবের ক্রীড়াভূমি—প্রকৃতির শৈশব কালের খেলিবার স্থান।

হেথায় খেলিতা রঙ্গে কুরঙ্গের সাথে,
প্রথম দম্পতী মত্ত প্রথম যৌবনে;
না ছিল বিচ্ছেদ ভয়, বিবাদ বঞ্চনা
রম্য ধামে; কাম্যবন রচিলা বিধাতা,
মনুষ্য বসতি-হেতু অমর বাঞ্ছিত!
সুবুদ্ধি সুমতী নামে প্রথম সৃজিত।
নর নারী, প্রকৃতির প্রতিমূর্ত্তি রূপে;
ভুঞ্জিতা বনের ফল পঞ্চামৃত মাখা,
উল্লাসে গাইতা গীত বিহঙ্গ সংহতি।
"একদা সুমতী বসি দূর বনান্তরে;
স্বচ্ছ নির্ঝরিণী, স্বচ্ছ মুকুর যেমতি,
সন্মুখে বিস্তৃত; পুষ্প স্ফুটিত চৌদিকে,
সুরভি দিগন্ত-ব্যাপ্ত; দিক উজলিয়া
বসেছেন জগন্মাতা যোগাসনে যেন।
করতলে বাম গণ্ড, দৃষ্টি স্থির অতি;
স্থির সৌদামিনী-সম ভাব-নিমগন।
"কি ভাবিলা জগদম্বা বসিয়া নীরবে,

প্রথম দম্পতী—বাইবেল বর্ণিত আদম ও ঈভ।
কাম্যবন—ইডেন উদ্যান।
জগন্মাতা—মানব জাতির প্রসূতী সুমতী (ঈভা)

কে বুঝিবে ? নাহি জ্ঞান ভূত ভবিষ্যৎ ;
জরা মৃত্যু সুখ দুঃখ অজ্ঞাত সকলি।
কিন্তু হায় , ভবিতব্য-চিত্রপট খানি,
যদ্যপি ধরিত কেহ খুলিয়া সম্মুখে ;
তখনি উঠিত হায় অনন্ত লহরী
শোকের সাগরে তার ? দেখিতা যখন
জীবের চরম গতি নশ্বর সংসারে।
না ছিল এসব চিন্তা ; আপনার ভাবে
বিভোরা আপনি রামা ; গিরি গুহা তলে,
পূর্ণ যথা প্রস্রবণ প্রবল উচ্ছ্বাসে ;
নাহি কোন দিকে গতি , অঙ্কিত অধরে
চিন্তা রেখ , নহে সেহ বিরাগ-রঞ্জিত।
অক্ষত পদ্মিনী-পত্র প্রভাতে যেমতি,
বিকাশিত নেত্রে দয় ; অবদ্ধ কবরী।
সরলতা পবিত্রতা সুখে করে কেলি,
অবনীর মধ্যমণি সে মুখমণ্ডলে।
"কে চিত্রিবে সেই চিত্র ? নাহি ছিল কেহ,
রত্নাকর দ্বৈপায়ণ হোমার বর্জ্জিল

বিরাগ রঞ্জিত—বিরক্তি-ব্যঞ্জক রত্নাকর—আদিকবি বাল্মীকি। দ্বৈপায়ন—ব্যাস হোমার—য়ুনানী কবিগুরু ইলিয়দ রচয়িতা। বর্জ্জিল—য়ুনানী কবি, ইনিদ মহাকাব্য রচয়িতা।

কবিশ্রেষ্ঠ ; বিকশিত বন মাঝে যবে,
বন-বিনোদন পুষ্প ; নাহি দেখে কেহ
সে শোভা ; আদরে ধবি বনস্থলী তাবে,
নিরখে সে রূপ-বাশি ; তেমতি দেখিলা,
প্রকৃতি সে প্রিয়তম দুর্লভ রতন,
প্রথম মানুষী মূর্ত্তি বসায়ে উরসে ;
অনন্ত আকাশ যুড়ি হাসিতে লাগিলা।
"সহসা ঢাকিল বিশ্ব গভীর তিমিরে ;
দিবসে তামসী ঘোর। ঘন ঘটা রোলে
গর্জ্জিলা সম্মুখে দৈত্য ভয়ঙ্কর বেশে,
(কৃষ্ণ দেহ, রক্ত চক্ষু, শার্দ্দুল বাহন।)
সার্দ্ধ সপ্তহস্ত গদ রাখি স্কন্ধোপরে
কহিলা, "কে তুই নারি একাকী কাননে ?
এরাজ্য আমার, আমি রাজ্যেশ্বর এই
মর্ত্ত্যলোকে ; লোকখ্যাত প্রত্যবায় নাম
আমার ; আমার বশ স্থাবর জঙ্গম।
দেহ মোরে পাদ্য অর্ঘ, নতুবা মারিব
এইদণ্ডে দণ্ডাঘাতে খণ্ড খণ্ড করি "

কৃষ্ণদেহ ইত্যাদি—প্রবাদে যমের এইরূপ বর্ণনা আছে
প্রত্যবায়—পাপ, বাইবেলোক্ত সয়তান (Satan)

মহাত্রাসে মহামাতা মুদিলা নয়ন,
ভাবনা-বিবশ অঙ্গ ; অপাঙ্গে ঝরিল
অশ্রুবিন্দু, সর্ব্ব অঙ্গ কাঁপিল সঘনে !
"পরশিতে সতী-দেহ নাহিক শকতি
তেঁই পাপ (সুচতুর স্বকার্য্য-সাধনে)
ত্যজিলা স্ববেশ আশু ; কতক্ষণ শেষে,
নয়ন মেলিয়া হায় দেখিলা সহসা
জগদম্বা, জ্যোতির্ম্ময়ী রমণী-মুরতি।
ভূতলে নমিলা বাল ; কহিলা মধুরে ;—
"পুন্যবতি, বড় ভাগ্য, পাঠাইলা বিধি
অধমে তোমার পাশে, পূজিব শিরসি
পদযুগ ; দেহ ভিক্ষা এ তব দাসীরে।

মহামাতা জগৎ মাতা

ত্যজিলা স্ববেশ আশু ইত্যাদি—পাপের প্রকৃতিই এইরূপ, প্রথম দৃষ্টিতে উহা ভয়ানক বলিয়া বোধ হয় এবং ক্রমে মুগ্ধকর মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে

পুরাতন বাইবলে লিখিত আছে, সয়তান সর্পরূপে আসিয়া প্রথম মানুষী ঈভাকে ও তৎকর্ত্তৃক তাহার স্বামী আদমকে চক্রান্ত করিয়া ইডেন উদ্যান অর্থাৎ স্বর্গ হইতে চ্যুত করে। বর্ত্তমান বর্ণনা তাহা অবলম্বন করিয়াই হইয়াছে।

তুমি এ মর্ত্ত্যের রাণী রাজরাজেশ্বরী
তুচ্ছ আমি ; ইচ্ছামাত্র তথাপি তোমার
তুষিব মানস শত শত উপচারে ।
শিখেছি অনেক বিদ্যা বিধির নিদেশে,”
বাসনা সেবিব পদ, দেহ শিরোপরি ।
ভুলিল রমণীমন . হাসিয়' সুমতী
বাড়াইলা পদযুগ, ধরিল সুন্দরী ।
“সুবর্ণ শলাকা ভাবি পবশে যখন
অবোধ অনল-শিখা, সহসা যেমতি
দহে অঙ্গ ; সেই রূপ পাপ সে মায়াবী,
বিকট ভুজঙ্গ-মূর্ত্তি সহসা ধরিয়া,
দংশিলা কোমল পদে ; লুকাইলা দূরে !
“অধীর সুবুদ্ধি অতি, দিবা-অবসানে
বাহিরিল বনমাঝে সহচরী আশে !
ক্ষণিক বিচ্ছেদ মাত্রে না সহে সে প্রাণে
(এমনি সে প্রেমাকুল .) তরু গুল্ম তলে
অন্বেষিলা ; অবশেষে দেখিলা সম্মুখে
নিদ্রিত প্রেয়সী তার অবসাদে যেন
ধরাতলে ; পত্রতলে নিবিড় কাননে,
পায় যবে ভ্রমরীরে বহু অন্বেষণে

ভৃঙ্গবর, মনোরঙ্গে গুণ গুণ স্বরে
করে নৃত্য ; সেই রূপ নাচিতে লাগিলা !
আবেশে অবশ প্রাণ ; সহসা চুম্বিলা,
প্রিয়ার অধর-প্রান্ত (হায় কি কুক্ষণে ;)
অমনি চেতনা-হীন পড়িলা ভূতলে .
রহিলা দম্পতী সুপ্ত গিরি-গুহা-তলে,
কুরঙ্গী কুরঙ্গ যথা নিষাদের শরে .

"অস্তগেলা দিনমণি ; আইলা তামসী
ধ্বান্তমূর্ত্তি ,ধীরে ধীরে ধরিত্রী ছাইলা ;
ক্রমে গত বহু ক্ষণ নাহিক চেতনা।
গভীর যামিনী যোগে কহিলা বিধাতা
স্বপ্নাবেশে, দোঁহাকারে দুঃখের কাহিনী ;
"বড়সাধে সৃজিলাম নর নারী রূপে
তো সবারে, কাম্যবন গড়িনু যতনে ;
অকালে ভুলিলি আজি পাপের ছলনে !
আর না পশিতে তোরা পারিবি সে পুরে
ইহ লোকে ; এ অরণ্যে করহ বসতি।
জন্মিবে পাপীষ্ঠ দুষ্ট তোদের সন্ততি
এই পাপে, প পভারে ভরিবে মেদিনী ;

বঞ্চহ সহস্র বর্ষ জীব-লোকাশ্রমে,
পশ্চাতে আইস স্বর্গে; কিন্তু এই কথা,
পৃথিবীর পাপভার রহে যত কাল,
(নহে·জীব ধর্ম্মে মতি) নিত্য নিত্য আসি
কাম্য বনে, প্রায়শ্চিত্ত করুহ ক্রন্দনে ;
ধিক্কার সে মহাশত্রু পাপ বিষধরে
শিরে করাঘাত হানি নিন্দ আপনারে।"
"ভাঙ্গিল ঘুমের ঘোর ; কাঁদিতে লাগিলা
হাহাকারে দোঁহে মিলি লুটায়ে ভূতলে।
অলংঘ্য বিধির বাক্য ; সহস্র বৎসরে,
ত্যজি দোঁহে কলেবর গেলা মোক্ষপুরে।
কিন্তু হায়! নিত্য আসি প্রথম মানুষী,
পতিসহ কাঁদে বসি কাম্য বন মাঝে,
জীবের সদ্গতি হেতু না জানি স্বজনি,
কত দিনে পাপ তাপ ঘুচিবে জগতে!"
কাঁদি কহে ইন্দুমুখী ; "দেখিলাম দেবি,
কত না অদ্ভুত দৃশ্য তোমার প্রসাদে ;
বিচিত্র বিধির লীলা এ বিশ্ব মাঝারে!

সহস্রবর্ষ—বাইবেলের মতে মানব জাতির আদি পুরুষ আদম ১৩০ বর্ষ জীবিত ছিলেন

যে হোক্, চলহ দেবি চলহ সত্বরে
ইলিয়মে ; বুঝি দেবি নাসারন্ধ্র মাঝে
পশিল মর্ত্ত্যের বায়ু ;আর নাহি পারি
সহিতে বিলম্ব দেবি প্রিয় দরশনে ."

"চালাও চালাও রথ" ডাকিলা স্বপন।
পরিহরি মনোরথ রম্য গিরি চূড়া,
চলিলা পশ্চিমে বেগে পবন গমনে ;
অধোভাগে বসুন্ধরা ধরেছেন কত,
সুচিত্র বিচিত্র দৃশ্য ! পরি হরি সবে,
দেখিলা অদূরে সিন্ধু অনন্ত লহরী।
সুধাইলা ইন্দুমুখী;—"ওকি দেখি দেবি,
গভীর কলঙ্করেখ অম্বুধির ভালে ? "
কহিলা স্বপন ;-" হের নৃপতি-নন্দিনি
ও নহে কলঙ্ক-রেখা ; ভাসিছে সাগরে
হেলেনার পোতশ্রেণী ; কপোতের মালা
উড়য়ে প্রদোষে যথা আকাশ ব্যাপিয়া !
পূরবে প্রান্তর বড় দেখলো সুন্দরি,
(ত্রিদশের বধ্য ভূমি।) যাই চল তথা। "
সহসা নামিল রথ রণক্ষেত্র মাঝে।

প্রকাণ্ড প্রান্তর সেহ যোজনৈক ব্যাপী ;
ভয়ের ভাণ্ডার যেন খুলিলা বিধাতা,
নাশিতে জীবের দর্প জীব লীলা-স্থলে !
উত্তরে শিবির শুভ্র কৃতান্তের পুরী,
জাগে তাহে হেলেনার অযুত প্রহরী ;
দক্ষিণে ত্রিদশালয় স্বর্ণ-কীরিটিনী।
যেন দুই তুঙ্গ গিরি অন্তরীক্ষ-ভেদী,
অভ্যন্তরে অধিত্যকা অর্দ্ধচন্দ্র রূপে !
হুহুঙ্কারে বহে বায়ু বিকট প্রান্তরে
মুহুর্মুহু ; শিবাযূথ ভ্রমে দলে দলে ;
প্রেত পিশাচের দ্বন্দ্ব (বিকট নিনাদ !)
ইতস্ততঃ ; পুতি গন্ধে নাসারন্ধ্র ফাটে।
তুরঙ্গ মাতঙ্গ যত পতিত সমরে
স্তূপাকারে ; ভগ্নরথ শত শত শত ;
বহিছে শোণিত-স্রোত কল কল কলে
কোন স্থলে ; বসুন্ধরা উগারে যেমতি
রক্তধারা, ক্ষত বক্ষ বীর-পদাঘাতে !
কীরিট কবচ কণ্ঠী কটিবন্ধ আদি
অলঙ্কার, শর ধনু শেল শূল অসি,
অস্ত্র শস্ত্রে অবিরাম ছাইয়াছে ধরা।

বীরনীতি-ত্যক্ত অস্ত্র না পরশে পুনঃ
সম্মুখ সংগ্রামে যবে পতিত অরাতি,
না পরশে অঙ্গ তার ; নাহিক লালসা
ধন রত্নে, সুপবিত্র বীর-তীর্থ-স্থলে।
কহিল স্বপন হাসি,-"এযেন দেখিনু
বিশ্বকর্ম্ম-কর্ম্মস্থল পশি নরলোকে ;
ধন্য রে হেলেনা ধন্য ত্রিদশ নগরী,
রাখিলি বিপুল কীর্ত্তি নশ্বর সংসারে!"
অদূরে শুনিলা উচ্চ খল খল হাসি ;
অন্ধকারে অন্তরীক্ষে ডাকিনী যেমতি,
ডাকে সুপ্ত শিশু জনে, ক্রুর কেলিরত!

বিরনীতি—যোদ্ধাদিগের এরূপ নীতি ছিল যে কোন যোদ্ধা কোন অস্ত্রক্ষেপণ করিলে আর তাহা স্পর্শ করিত না, অথবা সম্মুখ যুদ্ধে পতিত কোন বিপক্ষ যোদ্ধার শরীরে হাত দিতনা ; সুতরাং অস্ত্র শস্ত্র ও অলঙ্কারে যুদ্ধ ক্ষেত্র আবৃত ছিল।

বিশ্বকর্ম্মা কর্ম্মস্থল—অস্ত্র, অলঙ্কার ও ভগ্ন বাহনাদি দেখিয়া শিল্পীর কর্ম্মস্থল বলিয়াই বোধহয়

ডাকিনী যেমতি—এরূপ প্রবাদ যে নিশীথে ডাকিনীরা সুপ্ত শিশুদিগকে ভুলাইয়া লেওয়ার জন্য খল খল করিয়া হাস্য করে

শুনিয়া মনুষ্য শব্দ সহ। কুতূহলে
স্বপ্নসহ ইন্দুমুখী উপনীত সেথা
সম্মুখে বিকট মূর্ত্তি উলঙ্গী মানুষী ;
কোটরে আরক্ত চক্ষু-বাহিত চিকুর
পৃষ্ঠে বক্ষে, কট মট দণ্ড কড় মড়ি
ঘন ঘন, নিশাচর ভয়ে রহে দূরে !
কভু ওঠে কভু পড়ে কভু ধায় বেগে,
আবার সহসা স্থির ; চরণ আছাড়ি
ধরাতলে, কহে পুনঃ প্রলাপ কাহিনী
"হা হা হা . মরিলি তুই পারিস দুর্ম্মতি
এত দিনে ; মর্ মর্। ভাল বাসি তোরে
প্রাণাধিক ! উহু ! উহু। রাজরাণী আমি,
নীচ তুই ; কি বালাই ভালবাসি তোরে।
কর্ যুদ্ধ মর্ ; আয় যাইব লইয়া
দেশান্তরে ; ও রে পাপি এখনি মরিলি ?
হাহা হা মরিলি, হা হা এখনি মরিলি।"
কাঁদি কহে ইন্দুমুখী ;—"দেখিলাম একি,
হা বিধাত, অদৃষ্টের এই পরিণতি ?
হায়লো হেলেনা তুই পাপের অনলে,

বিকট মূরতি—পাগলিনী বেশে হেলেনা.

পুড়িলি কণক রাজ্য আপনি মরিলি !
কহিলা স্বপন ;—"হের দেখলে শোভনে,
আর এক নব রঙ্গ রণ-রঙ্গ-ভূমে ।"
এত কহি ধুলিমুষ্টি তুলিয়া যতনে,
প'ড়ি মন্ত্র অঙ্গে মাখি ধরিলা আপনি,
সুন্দর পুরুষ-মূর্ত্তি অমর-বাঞ্ছিত !
দেখা মাত্র যেন কাল ভূজঙ্গ-দংশনে,
আকস্মাৎ উন্মাদিনী পড়িলা-ভূতলে ;
বিকট চীৎকার ছাড়ি সংজ্ঞাহীনা শেষে ।
বরষা-উচ্ছ্বাস সম বহে দর ধারা
নিমিলিত নেত্রে মাঝে, কণ্ঠরুদ্ধ শোকে !
কহিতে লাগিলা কথা গদ্গদ ভাষে ;—
"প্রাণেশ্বর, মানিলুস এত তব দয়া
এ দাসীরে ? পাপা আমি শোভেনা আমারে !
হেলেনার সিংহাসনে বসিব কি পুনঃ ?
যতনে টোপরে রাখি কাল বিষধরে,
সোহাগে চুম্বিতে সেহ দংশিল অধরে !

হেলেনার সিংহাসনে বসিবকি পুনঃ—কথিত আছে ট্রয় যুদ্ধের অবসান হইলে হেলেনা মানিলুসের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে, মহামতি মানিলুস ক্ষমা করিয়া উঁহাকে পত্নীত্বে পুনর্গ্রহণ করেন ।

এত দুঃখ এ ললাটে, এমন লাঞ্ছনা ;
কেমনে স্মরিব হায়, কেমনে কহিব
সে কথা? জ্বলিছে চিত্ত চিতার অনলে !
যায় প্রাণ, এস প্রিয় ; পদ নখাঘা'তে
বিদার এ পাপ বক্ষ ; উত্তপ্ত রুধিরে
কর স্নান ; মনাগুন নিবিবে তোমার !"
সহসা মেলিয়া আঁখি, কপোতিনী সম
ছোটে দূরে উন্মাদিনী গভীর আঁধারে !
চলিলা স্বপন সহ ইন্দুমুখী ধীরে,
ছাড়ি সে দুঃখের দৃশ্য ত্রিদশ-আলয়ে।
বামেতে বিমলা বহে মৃদু কল কলে,
পুলিনে মন্দির রম্য, হাসে কোলে কোলে
তমাল বকুল বিল্ল পল্লব কুসুমে ;
সতীর শ্মশান পরে উদ্যান সুচারু,
নিয়ত বসন্ত-ধাম অভিরাম চির !
বিষাদে নিশ্বাস ছাড়ি কহে ইন্দুমুখী ;
"হে দেবি, চিনিনু এবে জন্মভূমি মম।
যুগান্তরে পরবাসী ফিরিলে স্বদেশে,
বিস্মরে স্ববাস সেহ ; কিন্তু যবে হেরে
সে স্থান, যেখানে মিলি প্রিয় পরিজন,

পাঠায় বিদেশে তারে অশ্রুজলে ভাসি ;
সহসা সকলি ভাসে মানস-সরসে
ভূত পূর্ব্ব, (ভাব-বশে চিত্ত বিকলিত ।)
তেমতি বিভ্রম মম ভাঙ্গিয়াছে এবে ।
এই তমালের তলে ত্যজিনু অভাগী
জ্ঞাতি বন্ধু, পতিপদ ধরিয়া ললাটে ;
জ্বলন্ত অনল মাঝে এজন্মের তরে,
বিসর্জ্জিনু ভব-মায়া হে ভব-বন্দিনি ।”
সম্মুখে বিষাদময় ত্রিদশ-আলয়,
নিবিড় তিমিরাশ্রয়, বিগত মাধুরি ।
অবরুদ্ধ সিংহদ্বার, বাজেনা তোরণে
তুরী ভেরী, বীরগাথা অবিরাম যাহা
উঠিত আকাশে ; এবে নীরব সকলি ।
নাচেনা নৃত্যকীবৃন্দ নূপুর-নিক্কণে
ঘরে ঘরে, ইন্দ্রালয়ে নাচেরে যেমতি
অপ্সরা অম্বর পুরি মধুর সঙ্গীতে ।
সুপ্ত নাগরিক সব, কেহবা কাঁদিছে
হাহাকারে, পতি পুত্র সহোদর শোকে ।

জ্বলন্ত অনল মাঝে—এই তমালের তলে চিতানলে পতির সহমৃত হই ।

নাহি সে প্রদীপ-মালা নগর যুড়িয়া ;
দুঃখের তামসী ঘোর। থাকিয়া থাকিয়া
বায়স পেঁচক গৃধ্র গভীর চীৎকারে।
স্বর্ণময় রাজপুরী ; সর্ব্ব অঙ্গ এবে
বিষাদ-কালিমা-মাখা, অলক্ষিতে তাহে
অলক্ষ্মী গাইছে গীত করুণার স্বরে।
কাঁদিছে ত্রিদশ-ধাম নীরবে নির্জ্জনে,
মাধবের শোকে আহা মধুবন যথা !
অন্ধকার অন্তঃপুর, পশিলেন তাহে
ইন্দুমুখী ; বৃন্দা দূতী পশিলা যেমতি
ব্রজের নিকুঞ্জবনে বিশাখার সহ ;
মৃত প্রায় ব্রজধামে শত সম্বৎসরে,
মথুরা-নাথের শোকে ! হায় রে এপথে,
পশিলেন একদিন উদ্বাহ-বাসরে
রাজবধু, গীত বাদ্য প্রমোদ উৎসবে ;
পশে যথা মধুমাসে মক্ষিদল সহ
চক্ররাণী নবচক্রে ! বিধি বক্র এবে ;

বায়স ইত্যাদি—ইহাদিগের চীৎকার কুলক্ষণসূচক
চক্ররাণী—প্রবাদ এইরূপ, যে মধুমক্ষিকাদিগের এক

নাহিসে আনন্দময় গুণ গুণ ধ্বনি,
সুবিমল পরিমল, আকস্মিক ঝড়ে;
কালের কুটিল গতি এ বিচিত্র ভবে!
কুবের-আলয় জিনি প্রায়ামের পুরী
শোভাময়; শত সৌধ রতনে শোভিত
অন্তঃপুরে; যেন শত শতদল-শোভা
বিমল সরসী-জলে . বিগত মাধুরি
এবে সব; বক্ষে তাহে কিশোরা কামিনী
বিধবা, কেশর যথা কুঞ্চিত বিষাদে!
প্রবেশিলা ইন্দুমুখী স্বপন সংহতি
প্রতি গৃহে; নৈশ বিন্দু নীরবে যেমতি
নব দূর্ব্বাদল-তলে পশে অলক্ষিতে।
  উত্তরে কণকগৃহ; জ্বলে তার তলে
একটী দেউটী, সেহ অর্দ্ধ নিমিলীত;
ত্রিদশের ভাগ্য-লক্ষ্মী পরীক্ষিত তাহে।
শায়িত পর্য্যঙ্কপরে ত্রিদশের পতি;

রাণী আছে, মক্ষিকারা তাহার আদেশ পালন করে। মক্ষিরাণী প্রকাণ্ড কায় ও প্রভূত প্রসবধারিণী

নৈশ বিন্দু—নীহার বিন্দু।

দেউটী—প্রদীপ।

দক্ষিণে মহিষী, মধ্যে শশধর সম,
সুপ্ত শিশু ; দিব্য দীপ্তি ভাসিত ললাটে।
দেখি সে দুঃখের দৃশ্য দাঁড়ায়ে দুয়ারে,
স্বপ্নসহ মহাশোকে কাঁদিতে লাগিলা
ইন্দুমুখী ; অশ্রুবিন্দু ঝর ঝর ঝর
ঝরিল কমল-নেত্রে কোমলাঙ্গ চকি !
চকিতে স্বপন কহে ;—"এ নহে সুন্দরি
সমুচিত ; এ অসার সংসারের শোক
মায়া মাত্র, মুগ্ধ তাহে অবোধ সংসারী।
তোমারে অযোগ্য ইহা ; দিব্য লোকে তুমি
পাইয়াছ দিব্য জ্ঞান দেবের বাঞ্ছিত।
অন্ধকারময় খনি, জনমে তাহাতে
মধ্যমণি ; যত দিন রহে সে অজ্ঞাত,
নিবসে মলিন বেশে ; কিন্তু যবে ধনী
পরে শিরে, দীপ্তিরাশি স্ফুরে সে তখনি।
ত্রিযামা যামিনী এবে ; চল লো শোভনে
যাই ফিরি সুরপুরে।" এতেক কহিতে,
কাঁদি কহে ইন্দুমুখী ; "হে ভব-বন্দিনি,
তোমরা অমর দেবি অযোনি সম্ভব ;

শিশু—হিরণ্যক-পুত্র।

(নাই জরা জন্ম মৃত্যু!) কেমনে বুঝিবে
এ জ্বালা? পুত্রের ব্যথা জানে পুত্রবতী
নরলোকে, এ কণ্টক ধরে যে জঠরে!
হৃদয়ের সার ধন, অমূল্য রতন
সংসার-সাগর মাঝে, কেমনে পাসরি
আজি তারে? হায় দেবি, বড় সাধ মনে—
একবার ধরি বক্ষে এ ত্যক্ত-রতনে;
কিন্তু দুঃখ, শক্তি হীন বিধির বিধানে;
নারি পরশিতে এবে পরশ-রতনে!
চল যাই চল দেবি, কি কাজ রহিয়া
এ পুরে? নন্দন-বন নিরানন্দ এবে
দাবদাহে; এ দুর্দ্দশা নাহি সহে প্রাণে!"
এত কহি ইন্দুমুখী আদরে বন্দিল'
শ্বশুর শাশুড়ী দোঁহে; গদ গদ ভাষে
কহিলা;—"এ পোড়া প্রাণ কাতর সন্তাপে;
নারিল সেবিতে দাসী বহুদিন ভবে!
আইস আইস তাত, আইস জননি
যোগ্য ধামে; যথাযোগ্য পূজিব চরণে।"
বিষাদে নিশ্বাসি শেষে চলে রাজবধূ

ত্যক্ত রতনে—যে পুত্ররত্নকে পরিত্যাগ করিয়া গিয়াছি।

স্বপ্ন সহ মনোরথে ; সহসা ঝরিল
অশ্রুবিন্দু, ইন্দুমুখ মুছিলা অঞ্চলে !
চলিল মানস রথ কল্পনা-কৌশলে
নিঃশব্দে, ত্রিদশালয় ত্যজিয়া পলকে।
বিগত যামিনী ; কাঁদে বিহঙ্গম যত
হাহাকারে, পূর্ণ ক্ষিতি দুঃখ কোলাহলে।
ত্রিদশের দশা দেখি দুঃখে ত্বিষাম্পতি
ধূসর ; কাঁদিলা শোকে ঊষা সীমন্তিনী !
জাগিল নগরবাসী ; কতক্ষণ পরে,
কহিলা মহিষী কাদি ত্রিদশ-ঈশ্বরে ;—
"হে রাজন্, দেখিয়াছি নিশি অবসানে
সে মূর্ত্তি ; বিলুপ্ত যাহা ত্রিদশ-ভবনে !
ত্রিদশের রাজলক্ষ্মী—পুত্রবধূ মম—
আইলা এ পাপপুরে জ্যোতির্ম্ময় রথে ;
আলোকে পূরিল পুরী ; কিন্তু নরপতি
মলিন মায়ের মুখ শোক দুঃখভরে !
কত যে কাঁদিলা মাতা ত্রিদশের শোকে
ভাসি নয়নের জলে ! আর কি হেরিব

ত্বিষাম্পতি—সূর্য্য।
পুত্রবধূ—ইন্দুমুখী।

সে মুখ ? বিমুখ বিধি আমা সবাকারে,
হরিলা অকালে হেন কণক-প্রতিমা !
লইতে বিদায় লক্ষ্মী কহিলা কাঁদিয়া ;—
"বড় দুঃখ, পোড়া প্রাণ কাতর সন্তাপ ;
নারিল সেবিতে দাসী বহুদিন ভবে !
আইস আইস তাত, আইস জননি
যোগ্য ধামে ; যথাযোগ্য পূজিব চরণে।"
"হা মাতঃ হা মাতঃ," বলি কাদিতে লাগিলা
নরপতি, দর দর বহে অশ্রুধারা
দুনয়নে ; সুপ্ত শিশু উঠিল কাঁদিয়া !

হেলেনা কাব্য।

দ্বিতীয় খণ্ড।

পঞ্চম সর্গ।

নাশিয়া সিংহল রাজ্য, মদ্‌গর্ব্বে যথা
চলিলা মর্কট সেনা রক্ষদেশ ছাড়ি
স্বদেশে, অথবা যথা নিপাতি মহিষে,
ভক্ষি তার মাংস রাশি, চলে গৃধ্রদল
পাখসাটে দূর বনে ; চলিলা তেমতি
হেলেনার-বীরবৃন্দ স্বদেশ-উদ্দেশে
মহোল্লাসে ; মহানলে জনশূন্য করি
ইলিয়মে, ভস্মশেষ সোণার ত্রিদশে !
হেলেনার ক্রোধানলে পড়িল আহুতি
বিপুল প্রায়ামবংশ ; দশ-সংবৎসরে
সাঙ্গিল সে রণযজ্ঞ অতুল ভূতলে।
ধিক্ রে মন্মথ তোরে। শতধিক তারে,
তোর অনুচর যেবা। কিম্বা তোর শরে

মর্কট সেনা—বানর সৈন্য

রক্ষদেশ—রাক্ষসের দেশ, লঙ্কা।

বিদ্ধ যেহ ; বুদ্ধি শুদ্ধি দেয় জলাঞ্জলি
তোর পদে, পরে পদে ভুজঙ্গের বেড়ি ;
পাসরি যথার্থ তত্ত্ব মত্ত পাপাচারে
অবোধ, পতঙ্গ সম প্রবেশে অনলে !
ভ্রমিয়া সমস্ত দিবা উৎসব-ভবনে,
প্রদোষে বায়সকুল কোলাহলে যথা
অদূরে তটিনী-তটে ; মিলিলা তেমতি
হেলেনার সৈন্যদল উজানির তীরে ।
বসিয়া উন্নত মঞ্চে হেলেনার পতি
অগ্রদেব, অগ্রভাগে সমগ্র সেনানী ।
ডাকি কহে নবপতি অজয়াখ্য শূরে ;—
"অজয়াখ্য, বড় দুঃখ, বিসর্জ্জিনু আসি
বিদেশে দৈবের বশে স্বদেশ ছাড়িয়া,
হেলেনার রত্নরাজি দুরন্ত সমরে !
অনন্ত হেলেনা-সেনা, এই মাত্র তার
অবশিষ্ট ; হা অদৃষ্ট কোন্ পাপ কালে
এ নিগ্রহ, এ কলঙ্ক অভাগার কালে !
অখণ্ড্য বিধির লিপি, হইয়াছে শূর

উৎসব ভবনে—উৎসবময় ভবনে
কোলাহলে—কোলাহল করে।

যা হবার, কহ এবে মরিয়াছে রণে
কত সেনা, কোন্ কোন্ সেনানীর সহ।
উত্তরিলা অজয়াখ্য ;—"হে দেব-সম্ভব,
কিকব দুঃখের কথা! বরষার জলে,
ধায় যবে মীনদল পুষ্কর ছাড়িয়া
সুদূর প্রান্তর-পথে, নাহি ফিরে শেষে
সহস্রে পঞ্চটী তার ; তেমতি আমরা
চলিয়াছি হেলেনায় বক্ষ শূন্য করি!
আসিয়াছি অক্ষৌহিণী, যাই এবে দেশে
সহস্রৈক! নরপতি হেলেনার বল
এ দেহে শোণিত সম ; মরিয়াছে রণে
এক এক সেনাপতি, ভাঙ্গিয়াছে মম
পঞ্জরাস্থি এক খানি ; জানিছে সকলি
সে সব দুঃখের বার্ত্তা! নাহিক শকতি ;
কহিতে, সহিতে নারি মরম-বেদনা!
"শ্রানামিকা দেশ হতে আইলা সমরে

দেব-সম্ভব—দেববংশ জাত। গ্রীকেরা আপনাদিগকে দেবতার বংশধর মনে করিত।

পঞ্জরাস্থি—পাঁজরার হাড়।

শ্রীনামিকা—গ্রীশদেশের এক প্রদেশ Salumnica.

অতুলন, মল্লযুদ্ধে অতুল ভূতলে
মহাবলী ; অনুচর বিংশতি সহস্র
সেনা তার, কাল যুদ্ধে মরিল সকলি।
তিন সন্ধ্যা যুদ্ধ শেষে, সম্মুখ সংগ্রামে
পড়িলেন মহাবীর অকামের রণে
অকালে ; অকাম সেহ ইলিয়ম দেশে
বীরত্রাস, শত হস্তী সামর্থ্য শরীরে !
"মহাবীর মহেশ্বাস আইলা সমরে,
পঞ্চাশ সহস্র সেনা লইয়া সংহতি,
ছাড়িয়া আথিনী-পুরী পঞ্চাশৎ পোতে।
পঞ্চাশৎ অবশিষ্ট রহিয়াছে তার
হে রাজন্, অবশিষ্ট প্রণষ্ট সমরে !
তিনদিন মহাযুদ্ধে মরিলা সমরে
মহেশ্বাস, অদ্রষ্টাস্য বধিলা তাহারে।
আছিলা ত্রিদশ-পুরে অদ্রষ্টাস্য শূর
সেনাপতি, অজেয় সে দেবদত্ত বরে।

অতুলন—গ্রীকদলের এক যোদ্ধা Telamon.
অকাম— ট্রৈজানদিগের এক মহাবীর Accamus.
মহেশ্বাস— গ্রীকের এক প্রধান যোদ্ধা Menestheus.
আথিনীপুরী—আথেন্সনগরী Athens.
অদ্রষ্টাস্য—ট্রৈজানাদিগের মহাযোদ্ধা Adrastus.

দ্বাপরে কৌরব-কুলে ভীষ্মদেব যথা
জীতেন্দ্রিয়, অদ্রেষ্টাস্য নির্ম্মম তেমতি!
শুনিয়াছি মহাবলী বাল্যে বিবাহিত
উন্মুক্ত অসির সহ, না পরশে তেঁই
কোমল অবলা-অঙ্গ বিপুল বয়সে!
  "বিপুল হেলেনা রাজ্য, বিপুল যেমতি
বৈজয়ন্ত, নাহি অন্ত বীর-কুলে যার।
ক্রীট দেশ-অধীশ্বর মহা পরাক্রম
আইলেন মহাবণ, চক্রছাড়ি যথা
বাহিরায় ভীমরোল দলে দলে দলে
শত ছিদ্রে; শত শত বাহিরিল সেনা
ছাড়িয়া ক্রীটের রম্য শতেক নগরী
শত জন অবশিষ্ট নাহি নরপতি
তা সবার! শপ্তাহেক বিষম বিক্রমে

নির্ম্মম—মায়াশূন্য, সংসার-আসক্তি রহিত
বিপুল বয়সে—অতি দীর্ঘ বয়ক্রম কাল মধ্যে
ক্রীটদেশ—আধুনিক কাণ্ডিয়া দ্বীপ। Candia.
মহাবণ—ক্রীট রাজ্যের অধীশ্বর Merion.
ভীমরোল—ক্রোধ স্বভাব বিষময় পতঙ্গ (ভীমরুল)
শতেক নগরী—কথিত আছে পূরাকালে ক্রীট দ্বীপে এক শত নগর সংস্থাপিত হইয়াছিল।

যুঝিলেন মহারণ শত্রুদল সহ।
আহত শার্দ্দুল যথা পড়ে রণস্থলে,
বিদারিয়া ব্যাধদলে নখের প্রহারে;
তেমতি পড়িলা বলী নাশি শত সেনা
শেষকালে, ঘোর যুদ্ধে সর্পদম সহ।
মহাবলী সর্পদম ত্রিদশের দলে,
সপ্তবর্ষ সেই শূর যুঝিলা বিক্রমে
মহাবলে ; কালসর্প দংশয়ে যেমতি
করীযূথে, তার রণে মরিল তেমতি
হেলেনার কত সেনা না পারি কহিতে।
"করীপন্থা দেশ হতে আইলা সমরে,
ত্রিবিক্রম দেবদম দুই মহাবলী ;
যুগল করভ-সম অমিত বিক্রমে।
এক লক্ষ সৈন্য শূর দেঁহে কার সহ
আইলা, ছাইলা রণে ইলিয়ম ভূমি।
উন্মত্ত মাতঙ্গ সম দলিলা স্ববলে,

সর্পদম -ট্রোজানদিগের প্রধান একযোদ্ধা Sarpodon.

করীপন্থা—গ্রীশের এক প্রদেশ Corinth.

ত্রিবিক্রম ও দেবদম—গ্রীকদিগের দুই প্রধান যোদ্ধা Tydides & Diomed.

দুই বীর নবরাজ্য দশবর্ষ যুড়ি;
বিপুল প্রায়াম বংশ, পঞ্চাশৎ সুত
প্রায়ামের; অর্দ্ধাধিক নাশিলা তাহার
দুই যোধ, শত শত মহারথী সহ।
পঞ্চ দিবা-বিভাবরী যুঝিলা সংগ্রামে,
সে যুগল মহাবাহু মহা পরাক্রমে;
ত্রিদশের কত সেনা নাশিলা সমরে
নাহি লেখা, সেনাপতি শত শত শত।
পড়িলা যুগল বীর হিরণ্যক সহ
শূল-যুদ্ধে, শোক শূলে বিঁধি এ মরমে :
"কিন্তু ভূপ এত দুঃখ নাহি ছিল মনে,
যত দিন অক্কিলিস যুঝিলা বিক্রমে
হেলেনার অগ্রভাগে, ত্রিদশের দলে
নাশিলা; দ্বিরদ যথা নাশে রম্ভাবন

নবরাজ্য- ইলিয়ম রাজ্য।

শূল যুদ্ধে—পুরাকালে গ্রীকের ও ট্রোজানের শূল (শূলী) দ্বারা উৎকট যুদ্ধ করিত, কথিত আছে হেকটার শূল যুদ্ধে এরূপ পটু ছিলেন যে সচরাচর লোকে দশহস্ত দীর্ঘ শূল ব্যবহার করিত, তাঁহার শূল পঞ্চদশ হস্ত দীর্ঘ ছিল।

হেলেনার অগ্রভাগে—গ্রীকদিগের সেনাপতি হইয়া।

শুণ্ডাঘাতে, দণ্ড মাঝে বধি শত শত!
অদ্রেষ্টাস্য সর্পদম, অকাম, সকলি
পতিত তাহার শরে উৎকট সমরে
একে একে। একা যুদ্ধে নাশিতা সমূলে
ত্রিদশ, জীবিত শূর থাকিলে অদ্যাপি।
"আছিল অজেয় যারা মরিল সকলি
ইলিয়ম হেলেনায়; দেবের চক্রান্ত
এ বিগ্রহ, নতুবা কি মরিত অকালে,
মহাবলী অক্কিলিস পারিসের শরে?
মহাবীর অক্কিলিস আথিনীর পতি,
লক্ষ বলে বলী শূর, অক্ষৌহিণী সম
পরাক্রমে; পৃথ্বীময় রণখ্যাতি যার।
বিশাল রসাল শাখী সহসা ভাঙ্গিবে
ক্ষুদ্র কীট, কভু হেন সম্ভবে কি ভবে!
"শুনিয়াছ মহাযশঃ, কত মহাক্লেশে
ত্রিদশের বীরচূড়া হিরণ্যক শূরে
সংহারিলা আত্মপক্ষ, রক্ষসুতে যথা

কথিত আছে—পারিস প্রচ্ছন্ন থাকিয়া এক শরক্ষেপ করে, তাহাতেই অক্কিলিসের মৃত্যু হয়।

আত্মপক্ষ—স্বপক্ষীয় সৈন্যগণ।

সৌমিত্রী নিরস্ত্র বেশে নিকুম্ভিলাগারে ;
পুত্র-হেতু ইলাদেবী কত আরাধিলা
দেব-দেবে, মহারণ্যে ঐরাবতে যথা
ব্যাধদল, দেব-দল তেমতি বধিলা
হিরণ্যকে, হেলেনার কাল শত্রুরণে !
মহাভক্ত হিরণ্যক বামদেবী পদে
ইলিয়ম অধিষ্ঠাত্রী তেঁই মহাদেবী,
অক্কিলিস জননীরে শাঁপিলা সক্রোধে ;
—"কলঙ্কিনি, পুত্রপক্ষে যুঝিলি কি লাজে
কূট যুদ্ধে, নহে ব্যর্থ দেববাক্য যদি,
পুত্র শোকানলে তুই পুড়িবি এ রণে !"
অলংঘ্য দেবের বাক্য ; রক্ষিতে সে কথা,
পড়িলেন অক্কিলিস পারিসের রণে !
"একে একে নরপতি, নিহত সকলি
হেলেনার বীরবৃন্দ এ দুরন্ত রণে।
ছাড়িয়া পনস দেশ আইলেন রণে
সুনাশন, শক্ত শত সুপুরুষ শূর

ক্ষ-সুতে—লক্ষণ মেঘনাদকে নিকুম্ভিলা যজ্ঞাগারে যেরূপ
বেধ। পনসদেশ—গ্রীস দেশের একপ্রদেশ Pylos.
নোশন—গ্রীকযোদ্ধা। Nostor.

আইলা পশ্চাতে তাঁর, বিচিত্র বরণ
বিহঙ্গমদল যথা ধায় দূর বনে।
সুরম্য পনস-ধাম সাগর-পুলিনে,
স্বভাবের রঙ্গভূমি ; আনন্দিত সদা
বাসন্ত উৎসব-রঙ্গে সম্বৎসর তাহা !
বিদ্যাধরী রূপে তথা আনন্দে বিহরে
বীরাঙ্গনা, শোক দুঃখ না জানে স্বপনে !
মরিল দুরন্ত রণে একে একে একে
পনসের বীরকুল, হায় নবপতি
বিধবা সে সব এবে, কৌমুদী বিহনে
কুমুদিনীকুল যথা। হায় কি কুক্ষণে
ডুবিল সরসি-শোভা অনন্ত আঁধারে।
"শতরণ পোত সহ আইলা আপনি ;
মহারাজ, শতজন অনুচর তব
নাই এবে, কত দুঃখ দেখহ ভাবিয়া।
"কি কহিব নরপতি দুঃখের কাহিনী,
হের দেখ ক্ষত বক্ষ শত প্রহরণে !
ত্রিদশের কত সেনা মারিয়াছি রণে
নাহি জানি, তথাপিও নারিনু রক্ষিতে
অনুচর একজন অযুত মাঝারে।

শুনেছি অনেক যুদ্ধ অনেক পুরাণে
ইতি হাসে, ইতি পূর্ব্ব হয়নি ভূতলে
এ হেন অদ্ভুতরণ চারিযুগ ভরি।
ভাবি এবে নরপতি, কি লয়ে ফিরিব
স্বদেশে ; স্বজন বন্ধু গিয়েছে সকলি !"
এত কহি রহে শূর মৌনী অধোমুখে,
শোকে মূক ; অযোধ্যায় দুর্ম্মুখ যেমতি।
রহিলেন অধোমুখে বিষাদে নিশ্বাসি
অগ্রদেব উগ্রমূর্ত্তি, নিষ্প্রভ নির্ব্বেদে !

সকলে সম্বোধি শেষে কহিতে লাগিলা
উলিসিস মহাবুদ্ধি ;-"বুঝিলাম মোরা
দশবর্ষ, কত শত্রু পাতিয়াছি রণে
নাহি লেখা ; তথাপি ও চলিয়াছি এবে
ইথাকার পূর্ণবক্ষ শূন্য প্রায় করি .
যা হোক্ হয়েছে যাহা, ফিরিবেনা আর
শোচনায় ; সংশোধনে নাহিক শকতি।
করিলাম মহাযুদ্ধ মানব অমরে
যুগব্যাপি ; দেব নিন্দা দেবাবমাননা,
করেছি অনেক মোরা জ্ঞান কি অজ্ঞানে।

নিতান্ত উচিত এবে পূজিতে বিনয়ে
ইন্দ্রিয়গ-দেবদলে, দেশ-যাত্রা কালে ”
প্রসংশিয়া উলিসিসে তথাস্তু বলিয়া,
আরম্ভিলা যোধদল ও বল উৎসাহে
আয়োজন ; সুনাশন (মহাজ্ঞানী সেহ)
পূজার বিধান যত কহিলা সকলে।
নিরমিয়া শত দেবী, বসাইলা আগে
শতেক মঙ্গল ঘট, পল্লব সংহতি ,
আনিলা চন্দন কাষ্ঠ শত স্তূপাকারে ;
ঘৃত-কুম্ভ এক শত ; শত মেষ শিশু
বলী হেতু ; শত সাজি সজ্জিত কুসুমে।
আরম্ভিলা মহাপূজা ; পড়িতে লাগিলা
মহাস্তব, মহাবেগে উঠিল গগণে
ধূমরাশি, হোম-গন্ধে দিগন্ত পূরিল ;
বাজিল গভীর বাদ্য গগন স্পর্শিয়া,
প্রহারি সাগর-বক্ষ , প্রতিধ্বনি ছলে
গর্জ্জিতে লাগিলা সিন্ধু অন্ধ প্রায় ক্রোধে,
ত্রিদশ-বিনাশ-হেতু হেলেনার রণে !
সমাপিয়া মহাপূজা আরোহিলা স্রোতে,
হেলেনায় বীর বৃন্দ সানন্দ অন্তরে।

বাজাইয়া পাঞ্চজন্য চলে পোত শ্রেণী
স্বদেশে, সরস মাঝে সত্বরে যেমতি
সুস্নাত মরালকুল ঘোর কলরবে
দিনশেষে; সংহারিয় কমল কাননে
মূল সহ, আর কেহ না চাহে পশ্চাতে।
জ্বলিল যে মহাবহ্নি অসতীর পাপে
দশ বর্ষ, ইলিয়ম বীরেন্দ্র-আলয়
হেলেনা বীরেন্দ্রশূন্য সে ঘোর অনলে;
স্বর্ণের লঙ্কা যেন সতীর সন্তাপে।

দ্বিতীয় খণ্ডে পঞ্চমসর্গ সমাপ্ত।

পরিশিষ্ট।

হ্যাদে গো কল্পনা সখি ত্রিদিব বাসিনি।
বিনোদ-ভাষিনী রমে সন্তাপ-নাশিনী॥
গাইলাম এত দিন তোমার প্রসাদে।
আরব্ধ নূতন গীত ডমরুর নাদে॥
গাইলেন কবিগুরু যে মধুর গীত।
তিন লোক-তৃপ্তিকর হেন সুললিত॥
সে গীত গাইতে মম আছে কি শকতি।
কুকবির কাব্যালাপ হাস্যকর অতি।
নিস্বরে ত্রিতন্ত্রী যবে বনদেবী-করে।
মধুর পঞ্চমে যবে কোকিল কুহরে।
প্রফুল্ল প্রকৃতি যবে ভ্রমর-গুঞ্জনে।
রাখালের ভাঙা বাঁশি বাজেনা কি বনে।
চির দিন অযোগ্যেরে অনুযোগ নাই।
এভয় ডমরু-ধ্বনি তুলিয়াছি তাই॥
শুনিয়া তুণ্ডিক-মুখে ডমরুর ধ্বনি।
পলকে চমকে দেখি অজগর ফণী।

শুনি এ ডমরু-নাদ শত শত বার।
নিদ্রিত ভারত কিগো জাগিবে না আর॥
কবিত্বের অভিমান কিসে কবি আর।
কবিত্বের এক চিহ্ন দারিদ্র্য আমার॥
তা বলিয়া ভারতী. ঘৃণিলে উপেক্ষায়।
ভাই ভাই ভাই বলে লুটাইব পায়॥
স্বদেশের শোক কথা সকলে শুনাব।
বৈদেশিক বীর কীর্ত্তি যথা যাহা পাব॥
ভাসাব ভারত ক্ষেত্র পাপ নেত্র-নীরে।
দেখিব ভারত-ভাগ্য ফিরে কিনা ফিরে॥
সকাতরে তাই বলি অয়ী বরাননে।
করো কেলি কুকবির মানস কাননে।
আরএক দুঃখ রমে বিষাদে বিলীন।
হস্তিনা মথুরা আর অযোধ্যা উজ্জিন॥
বীর্য্যশূন্য আর্য্যভূমি সব মৃত প্রাণ।
ভারত-নন্দন-বন হয়েছে শ্মশান॥
শ্মশান-কোকিল সম ভারত-শ্মশানে।
গাইব দুঃখের গীত সুগম্ভীর তানে।
অয়ী সতি অধমের শোন গো ভারতী।
ভুল না কুকবি বলে এ মোর মিনতি॥

দীনের সম্বল দেবি তুমিগো সুন্দরি।
তব সহবাসে দুঃখ সকল পাসরি॥
বিশেষ বিধির বশে যদি হয় দিন।
চলিব অজ্ঞাত দেশে স্বজন-বিহীন॥
সেদূর প্রবাস বাসে রেখো মোরে মনে।
শ্রীমন্তে শ্রীদুর্গা যেন দুঃখের পাঠনে॥
হেলেনার বীর-কীর্ত্তি ভুবনে-পূজিত।
কত কত মহাকাব্যে রয়েছে বর্ণিত॥
অনন্ত সাগর-সম সীমা নাহি যার।
গাইব সে বীর-গাথা কি সাধ্য আমার॥
আরব্ধ নূতন গীত করি সমাপন।
বড় সাধ সুরধনি পূরো আকিঞ্চন
প্রায়াম-কুল-নাশিনী হেলেনা সুন্দরী।
স্বামীর সোহাগ শেষে লভিলা কি করি॥
মহাবুদ্ধি উলিসিস করিলা রচন।
দারুময় অশ্ব বড় অদ্ভুত কথন॥
তাহাতে ত্রিদশ দগ্ধ হইল কেমনে।
গাইব এ বঙ্গে রঙ্গে বড় সাধ মনে॥
কেমনে দেবের চক্রে উলিসিস শূর।
জল-মগ্ন হয়ে দুঃখ পাইলা প্রচুর।

দশবর্ষ ভ্রমি কত অজ্ঞাত প্রদেশে।
লভিলা আপন রাজ্য আইলা স্বদেশে॥
অবিচারে বিন্দুবতী পেয়ে মনস্তাপ।
অভিমানে অগ্রদেবে দিলা অভিসাঁপ॥
পত্নীহস্তে অগ্রদেব পাইলা নিধন॥
কেমনে ঘটিল এত অঘট্য ঘটন॥
গাইব এসব কথা বড় সাধ মনে।
পূর্ণ করো মনো বাঞ্ছা তুমিগো শোভনে॥
মুক বটে পঞ্চমুখ তোমার কৃপায়।
ভুলনা অধমে দেবি ভুলনা আমায়॥

সম্পূর্ণ।

JUL 18